প্রারম্ভিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ عِبَادُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধান সম্বলিত একমাত্র ধর্ম। পারিবারিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে শুরু করে খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, লেন-দেন, পোষাক-পরিচ্ছেদসহ সর্ববিষয়ে রয়েছে যার নিজস্ব ভূষণ তথা নিয়ম পদ্ধতি। যা কোন মানব রচিত কিংবা ব্যক্তি কেন্দ্রীক নয় বরং মহান স্রষ্টা কর্তৃক আরোপিত। আর তা হলো হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরই মহান আদর্শ। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ বা নমুনা। যে আদর্শের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী ছিলেন সাহাবা, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী থেকে শুরু করে প্রত্যেক নবী প্রেমিক মর্দে-মুজাহিদগণ। সে মহান আদর্শের প্রতি লক্ষ্য করেই আল্লাহ বলেন-

مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ○

অর্থাৎ, আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে বারণ করেছেন তা বর্জন কর।

যে আদর্শের অপর নাম মুখবিরুল গুয়ুব, সরকারে কায়েনাত, হুযুর পাকের অমূল্য ফরমান- مَا اَنَا عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِىْ (রাসূল ও সাহাবাগণ প্রদর্শিত পথ ও মত বা আদর্শ) তথা আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। যে মহান আদর্শ বিকৃতির জন্য যুগ-যুগ ধরে চলছে দাজ্জালী ঝড়। কখনো তা মিথ্যা হাদীস বর্ণনার দ্বারা, কখনো আবার নবুয়ত দাবীর দ্বারা। আর এ প্রলয়ংকরী থাবার মোকাবেলায় কখনো উহুদের ময়দানে দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছে, কখনো তায়েফে পবিত্র রক্তস্নাত হয়েছে নূরানী কায়া। বদর, উহুদ, হুনায়ন, খায়বরে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করতে হয়েছে শত-সহস্র সাহাবীগণকে, সহ্য করতে হয়েছে অকথ্য নির্যাতনের স্টীম রোলার। কারবালার ময়দানে পানি শূণ্যতা এবং তীর-বর্শা-বল্লম-ছুরিকাঘাতে রক্তরঞ্জিত হয়ে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে সপরিবারে স্বয়ং রাসূল তনয় ইমাম হুসাইনকে। কারাগারে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে

ইমাম আযমকে, বেত্রাঘাত খেতে হয়েছে ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বলকে, মুখে কালো কালি লেপন করে মদীনার অলি-গলিতে ঘুরানো হয়েছে ইমাম মালেককে, মসজিদ চত্বরে শহীদ করা হয়েছে ইমাম নাসাঈকে, কাফির ফতোয়া দেওয়া হয়েছে ইমাম শাফেয়ীকে, জঙ্গলে নির্বাসিত করা হয়েছে ইমাম গাজ্জালীকে, কারাবরণ করতে হয়েছে মুজাদ্দিদে আলফে সানীকে, আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়েছে ফজলে হক খায়রাবাদীকে, গোটা জীবন কলমযুদ্ধ চালাতে হয়েছে আ'লা হযরত শাহ ইমাম আহম্মদ রেযা খাঁনকে। সেই ঝড়েই সর্ববঞ্চিত ও নিপীড়িত হতে হয়েছে আল্লামা মুফতী নাজিরুল আমিন রেজভী সাহেবকে (رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ)। তথাপিও সে মহান আদর্শ স্বমহিমায় মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আপন স্থানে। আর তা কেনইবা হবে না, স্বয়ং আল্লাহই যার হিফাজতকারী। তিনি বলেন-

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, আর আমিই এর সংরক্ষণকারী বা হিফাজতকারী।

যুগ সন্ধিক্ষণে যখনই সেই মহান আদর্শ ইসলামের তথা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পূর্ণাঙ্গ মহাব্বতসহ অনুসরণ ও তা বাস্তবায়নের পথে বাঁধা প্রদান করে প্রকৃত ইসলামী জয্বাকে ধুলিস্যাৎ করতে কোন বিধর্মী কিংবা মুসলিম মুখোশধারী দাজ্জাল-কাজ্জাবের আবিষ্কার হয়েছে, তখনই তা হিফাজত কল্পে রব্বে ইজ্জতের পক্ষ হতে হাদী (পথ প্রদর্শক) প্রেরিত হয়েছে, যারা সত্য পূজাঁরীদের অন্তরে রেখাপাত করেছে এবং বিকৃত আদর্শ তথা ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনাকে খন্ডন করে প্রকৃত ইসলামী বিধানকে বাস্তবতায় ফিরিয়ে দিতে প্রাণ-পনে চেষ্টা করেছে, এমনকি স্বীয় ধন-সম্পদ, পিতা-পুত্র এবং জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি।

আর ইসলামের এমনই এক দুর্যোগঘন মুহুর্তে, যখন ধর্মীয় গোত্রসমূহের দুঃখ-রজনী অতিক্রান্ত হচ্ছে, তথাকথিত ধর্মীয় পন্ডিতগণ (আলেমগণ) অর্থের নিকট বিক্রী যাচ্ছে এবং প্রকৃত সুন্নাতের বিকৃতি ঘটছে; তখনি রাসূল প্রেমের ঝান্ডা হাতে নিয়ে, সত্যের মশাল জালিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন সত্যের দিশারী, প্রকৃত সুন্নাতের বাস্তবায়নকারী, খলিফায়ে খানদানে আ'লা হযরত, ইউপি, ভারত, আমার নয়ন পুত্তলী, সেরতাজ, ফকীহুল উম্মত হযরাতুল আল্লামা আলহাজ্ব মু-

ফতি নাজিরুল আমিন রেজভী সাহেব কিবলা (মাঃজিঃআঃ)। যার আবির্ভাবে মিথ্যার অন্ধকার দূর হয়েছে। যিনি আল্লাহর বানী- جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ (সত্যের আবির্ভাবে মিথ্যা তিরোহিত) এরই বাস্তব উদাহরণ।

স্বীয় গৃহে যার পড়াশুনার হাতে খড়ি। অতঃপর ইসলামী উচ্চ শিক্ষায় দাখিল, আলিম, ফাযিল এবং ইসলামী আইন (ফতোয়া) বিভাগে ফার্ষ্ট ক্লাস ফলাফল নিয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে কামিল (মাষ্টার ডিগ্রী) অর্জন করেন এবং সুন্নীয়তের খেদমতে বেশ কিছুদিন জামিয়া রেজভীয়া মানজারুল ইসলামের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে এর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেজভীয়া তালিমুস্ সুন্নাহ বোর্ড ফাউন্ডেশন (গভঃ রেজিঃ নং-এস-১১২৮২/১১) ও বাংলাদেশ রেজভীয়া উলামা পরিষদের মহামান্য চেয়ারম্যান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন সভা-সমিতি ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করে ঈমান ও ইসলাম বিষয়ক সারগর্ভ আলোচনাসহ সত্য প্রতিষ্ঠায় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সত্যের পয়গাম পৌঁছে দিতে বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করে আসছেন। তন্মধ্যে "মিলাদে আ'যম আলান্ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পারের ত্বরী ও ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া" অন্যতম।

আর অত্র পুস্তিকাটিও সুন্নীয়ত তথা হুযুর পাকের আদর্শ ও প্রকৃত অনুসরণেরই গুরুত্ব সম্বলিত মহান প্রচেষ্টারই একটি উপহার, যা ছিল সময়ের দাবী।

কেননা, এ সময়ে মুসলিম জনসমাজের কতেক তাদের প্রকৃত ধর্ম থেকে সরে পরছে, সুন্নাতে রাসূলকে তাচ্ছিল্য ভরে দেখছে, শিয়া-বিধর্মীদের কৃষ্টি কালচারে সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ থেকে অনেক দূরে সরে পরছে এবং তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করছে। অথচ আমাদের সুন্নী মুসলিম হিসেবে অনুসরণ করতে হবে হুযুর পাকের আদর্শ ও দেখানো পদ্ধতি। কেননা, তিনি ইরশাদ করেন- مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রাখল, সে যেন তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হল। উল্লেখিত এ হাদীসটি আবু দাউদ শরীফের 'পোষাক-পরিচ্ছেদ' শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। যার দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সর্ববিষয়ে নবী করিম আলাইহিস্ সালাতু ওয়াত্ তাসলিমের অনুসরন-অনুকরণের পাশাপাশি বিশেষ করে পোষাক-পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও তিনি

যেমনটা পরেছেন, শিয়া-বিধর্মীদের অণুসরণ ছেড়ে দিয়ে তাই পরা ঈমানদার মুসলমানের ঈমান ও ইসলামী দাবী।

এছাড়াও আমাদের সমাজে কিছু সংখ্যক ধর্মজ্ঞানে অজ্ঞ, কুরআন-সুন্নাহর ক্ষেত্রে মূর্খ ব্যক্তিবর্গ ওয়ারিশসূত্রে নিজেদেরকে পীরালীর মসনদে বসিয়ে তথাকথিত কিছু মুফতিয়ানে কেরামদেরকে দিয়ে হুযুর পাক প্রদত্ত প্রকৃত আদর্শকে বিকৃতির লক্ষ্যে সত্যকে গ্রহণ না করে মানব রচিত কিছু ভিত্তিহীন-অলিক ও মনগড়া রীতি নিয়ে নিজেরা তো গোমরাহই, সাথে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে সরলমনা সুন্নী জনতাকে ও তাদের ভক্ত-অনুরক্তদেরকে। ত্বরীকতের ধোঁয়া তুলে স্বীয় পীরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আসনে সমাসীন করে, কখনো পীরকে জিন্দা নবী বা জিন্দা কুরআন বলে কুরআন-সুন্নাহর উপর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও তাদের অন্তরে কুরআন-সুন্নাহর প্রতি সন্দেহের বীজ রোপন করে সকলের ঠিকানাকে জাহান্নামের উপযুক্ত করে নিচ্ছে।

এহেন ধর্মীয় দুর্যোগপূর্ণ নাজুক পরিস্থিতিতে আমাদের বিশ্বাস যে, অত্র পুস্তিকাটি নূহ আলাইহিস সালাম-এর কিস্তি স্বরূপ জাতিকে হিফাজত করবে ঈমান বাঁচাতে এবং প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান দিতে।

যদিও আমরা জানি যে, কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী মহল স্বীয় অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে এর বিরুদ্ধে ভাড়াটে মৌলভীদের দ্বারা অপব্যখ্যা কিংবা অপখন্ডনের পাঁয়তারা চালাবে। কেননা, ইতিপূর্বে আমরা দেখে এসেছি যে, যখন জামিয়া রেজভীয়া মানজারুল প্রতিষ্ঠা করা হল, তার বিপরীতে স্থাপন করা হল কান্দুলীয়া মাদ্রাসা, বাংলাদেশ রেজভীয়া তা'লিমুস্ সুন্নাহ'র গঠন ও কার্যক্রমে হিংসাত্মকভাবে এর বিপরীতে গঠন করা হয় প্রায় একই নামে তা'লিমুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। শুধু তাই নয় "পারের তরী" নামক পুস্তকের বিপরীতে সাজানো হয় "নামাজ কি ও কেন?" নামক পুস্তকটি। এমনিভাবে সর্ববিষয়ে বিবেকবান-বিবেচক ও জ্ঞানী সম্প্রদায় লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন এ সকল অপকীর্তি। কিন্তু প্রত্যেকেরই মনে রাখা দরকার সত্য কখনো মিথ্যার স্রোতে ভেসে যায় না।

পরিশেষে অত্র কিতাবের সম্মানিত মুসান্নিফ, যিনতে কাদেরিয়ত, মুহীয়ে আহলে সুন্নাত, ফকীহুল উম্মাত, সায়্যেদী, সানাদী হযরাতুল আল্লামা আলহাজ্ব মুফতী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী ক্বাদেরী হুযুর কিবলার পক্ষ হতে যেন

আমাদের অন্তরে নবী প্রেমের প্রস্রবণ (ফুয়ুজাত) অর্জন হয় এবং তিনিসহ যে সকল মর্দে-মুজাহিদগণ সুন্নাতে রাসূল প্রতিষ্ঠায় সর্বস্ব বিলীন করেছেন, এম-নকি স্বীয় জান দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি, তাদের উসিলায় আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে প্রকৃত সত্য বুঝে তদনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করেন। আমিন! বিজাহি ত্ব-হা ওয়া ইয়াসিন।

মুহাম্মদ আলমগীর হোসাইন রেজভী আন্-নাজিরী
প্রেমু, দেবিদ্বার, কুমিল্লা
প্রাক্তন অধ্যক্ষঃ জামেয়া রেজভীয়া মানজারুল ইসলাম
রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ, সতরশ্রী, নেত্রকোণা

ফরিয়াদ

ইয়া আল্লাহ্!
এ ক্ষুদ্র লেখনির উসিলায়
★ আমার চোখের দৃষ্টি ও ধী-শক্তি দানকারিণী
তাপসী 'মা' হযরত রাবিয়া আখ্তার রেজভী রাহমাতুল্লাহি
আলাইহা ★ আমার পিতা যার লালন স্নেহে আমার অস্তিত্বের বিকাশ,
সুলতানুল ওয়ায়েজিন, পীরে ত্বরিকত, হযরাতুল আল্লামা গাজী আকবর
আলী রেজভী সুন্নী আল-ক্বাদেরী (মাঃ জিঃ আঃ) ★ আমার এ সাধনার
পথে রূহানী নজ্রে করম মঞ্জিল আলে আ'লা হযরত আজিমুল বারাকাত
ইমামে আহলে সুন্নাত আহমাদ রেযা খাঁন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ও
★ দয়াল নবীজীর মহাব্বতে জান-মাল কুরবান করে আমার
যে সমস্ত ভক্ত-মুরিদিন আজ মুক্তির পথে সংগ্রামরত
তাঁদেরকেসহ সকল ঈমানদার
উম্মতগণকে কবুল করুন।
আমিন!

কৃতজ্ঞতা

হে দয়াল মালিক!

এ কিতাব লেখনীতে অনেকেই আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করেছেন। তন্মধ্যে আমার সুখ-দুঃখের সফরসঙ্গী ফক্বীহে দ্বীন মাওলানা আলমগীর হোসাইন রেজভী, মুফ্তী আলী শাহ রেজভী ও ফক্বীহে দ্বীন মাওলানা আহমাদ রেজভী সেই সাথে যারা এই কিতাব প্রকাশে আর্থিকভাবে সহযোগীতা করে নবীজীর সত্য ধর্ম প্রচারে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সকলকে শাফীয়ে আযীম, রাউফুর রাহীম, হাবীবে খোদা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উসিলায় কবুল করুন। আমিন!

লেখকের ক'টি কথা

বর্তমান সময় ফিতনার সময়। এ সময় আল্লাহ ও তাঁর হাবীব কি উপদেশ দিয়েছেন, তা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। প্রভু ফরমান-

مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ○

(রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাক)।

এদিকে নবীজী ফরমান-

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَ سُنَّةَ رَسُوْلِهٖ –

অর্থাৎ, আমি তোমাদের নিকট দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যতক্ষণ তোমরা এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিপদগামী হবে না। এর একটি হলো- কুরআন, অপরটি হল- সুন্নাহ্ বা হাদীস।

উক্ত বাণীদ্বয়ের সারাংশ হল, যে ব্যক্তি এ যুগের বিভিন্ন দ্বন্দ্বের বেড়াজাল থেকে নিজেকে সত্য, সঠিক ও নাজাতের পথে রাখতে চায়, সে যেন কুরআন-সুন্নাহর সিদ্ধান্ত মোতাবেক চলে।

যুগে যুগে এমন একটি দল ছিল, যারা মিথ্যার জালে সত্যকে গোপন করতে চেষ্টা করেছে এবং স্বীয় দলকে সেভাবেই গড়ে তুলেছে যা আজও আছে এবং থাকবেও। তাই সত্যকে উদ্ধার করার জন্য প্রথমতঃ সত্য ও সরল মনে বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের আলেমগণের সঙ্গে বারে বারে আলোচনা করুন। আলেমগণের সিদ্ধান্ত দেখুন কুরআন-সুন্নাহর সাথে মিল আছে কিনা? আপনি নিজেই মিলিয়ে দেখুন বা মিল করিয়ে দেখুন। আপনার এ চেষ্টাতো সত্যের জন্য। এ চেষ্টার বিনিময় মহান আল্লাহ আপনাকে ও আমাদেরকে দান করবেন। আল্লাহ কাউকে ভাল কর্মের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করেন না।

পরিশেষে বলছি, একমাত্র নির্ভূল বাণীই হল মহান আল্লাহ ও তাঁর হাবীবের বানী। আর আমরা মানুষ আমাদের ভুল থাকা স্বাভাবিক। এ মর্মে চিরন্তন বানী হল- اَلْاِنْسَانُ مُرَكَّبٌ مِّنَ الْخَطَاءِ وَالنِّسْيَانِ

সুতরাং যদি কোন স্ব-হৃদয় ব্যক্তির নজরে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ভেসে উঠে, দয়া করে আমাকে উপযুক্ত দলীল সহকারে জানালে, পরবর্তী সংস্করণে সন্তুষ্ট চিত্তে সংশোধন করে নিব। ইনশাআল্লাহ।

হে আল্লাহ্! আপনার হাবীবের মহাব্বতে আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমিন।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

- লেখকের ক'টি কথা ০৭
- যে কারণে ০৯

৬ষ্ঠ খন্ডঃ সুন্নাতের পরিচয়

- সুন্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ ১২
- সুন্নাত শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞা ১২
- সুন্নাতের প্রকারভেদ ১৪
- সুন্নাতে হুদা বা মুয়াক্কাদার পরিচয় ১৪
- সুন্নাতে মুয়াক্কাদার হুকুম ১৫
- সুন্নাতে যায়েদার পরিচয় ১৫
- সুন্নাতে যায়েদার হুকুম ১৫
- সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে সাহাবা.....১৬
- পবিত্র কুরআন কারীমের আলোকে সুন্নাতের গুরুত্ব.....১৭
- পবিত্র হাদীস শরীফের আলোকে সুন্নাতের গুরুত্ব ২০
- আইম্মায়ে কেরামের উক্তির আলোকে সুন্নাতের গুরুত্ব.....২৮
- সুন্নাতকে বর্জন ও অস্বীকারকারীর শরয়ী হুকুম ৩০
- সুন্নাত বর্জনকারীর বিধান.....৩০
- সুন্নাত অপছন্দকারী কিংবা অস্বীকারকারীর বিধান ৩১

৭ম খন্ডঃ টুপির বিধান

- টুপির পরিচয় ৩৪
- সাদা টুপি সুন্নাতে রাসূল হওয়ার প্রমাণ ৩৫
- সাহাবায়ে কিরামগণের টুপি পরিধান ৪৩

৮ম খন্ডঃ পাগড়ীর বিধান

- পাগড়ীর দলিল ৪৭
- পাগড়ীর ব্যবহার বিধি ৫৬
- পাগড়ী বাঁধার ফযীলত ৫৭
- জিজ্ঞাসা ও জওয়াব ৬১
- আমার হাল!.....৭২
- ক্রয়কৃত আলেম সমাজ! ৮৪
- গ্রন্থপুঞ্জি ৮৬

যে কারণে.....

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا ○ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نُوْرِالَّذِىْ كَانَ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ ○ سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا وَ شَفِيْعِنَا وَ كَرِيْمِنَا وَرَؤُفِنَا وَرَحِيْمِنَا وَ اَجْمَلِ الْاَجْمَلِيْنَ وَاَكْمَلِ الْاَكْمَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيّٰتِهٖ وَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ اَجْمَعِيْنَ ○

اَمَّا بَعْدُ ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

মূলতঃ হিদায়াতের মালিক স্বয়ং আল্লাহ। তাই কোন মানুষ হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া কিংবা সত্য গ্রহণ করা, এটা সম্পূর্ণই রবের দয়া। তাঁর দয়া নসীব না হলে হিদায়াতের দাবী করেও সত্য হতে বঞ্চিত থাকে।

সম্প্রতি সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রংয়ের টুপি ব্যবহার হচ্ছে। আবার এ নিয়ে নিজ নিজ পছন্দের রংয়ের টুপির প্রাধান্যতা বুঝানোর জন্য অন্যান্য টুপি বিশেষত সাদা টুপিকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হচ্ছে। মূলতঃ শরয়ী নিষিদ্ধ রং ব্যতীত সব রংয়ের টুপি ব্যবহার করাই জায়েজ। আর নবীজী যে রংয়ের টুপি ব্যবহার করেছেন, তা ব্যবহার করা সুন্নাতে রাসূল। এ মর্মে তথ্যভিত্তিক দিক নির্দেশনাসহ সুন্নাতের গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় ও নীতিমালা এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। আর মানসিক রোগ না থাকলে এ সকল বিষয় নিয়ে বিরোধ করার কারণ নেই। কারণ এটা ধর্মীয় বিধান, ধর্মে যেভাবে আছে সেভাবে পালন করাই ধার্মিকের কাজ।

ইসলামী বন্দেগীর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যথা- ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মোস্তাহাব প্রভৃতি। এগুলোর স্থান, কাল ও পাত্র হিসেবে মর্যাদাগত দিক রয়েছে। কোন আমলকেই ছোট করে দেখতে নেই। কখনো কখনো ছোট আমলের কারণে

মানুষ আল্লাহ তায়ালার প্রিয় পাত্র হয়ে যায়। যেমন- মিশকাতুল মাসাবীহ শরীফে বর্ণিত, হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ ফরমান- "আমার বান্দাহ যখন নফল বন্দেগী দ্বারা আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, তখন তাঁকে আমার প্রিয় পাত্র করে নেই"। তাই বাহ্যিক বিবেচনায় হতে পারে কোন আমল ছোট কিন্তু রবের দরবারে তা অত্যন্ত দামী হিসেবে বিবেচিত।

মহান আল্লাহ নবী পাকের উছিলায় আমাদেরকে সত্য বুঝা ও পালন করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

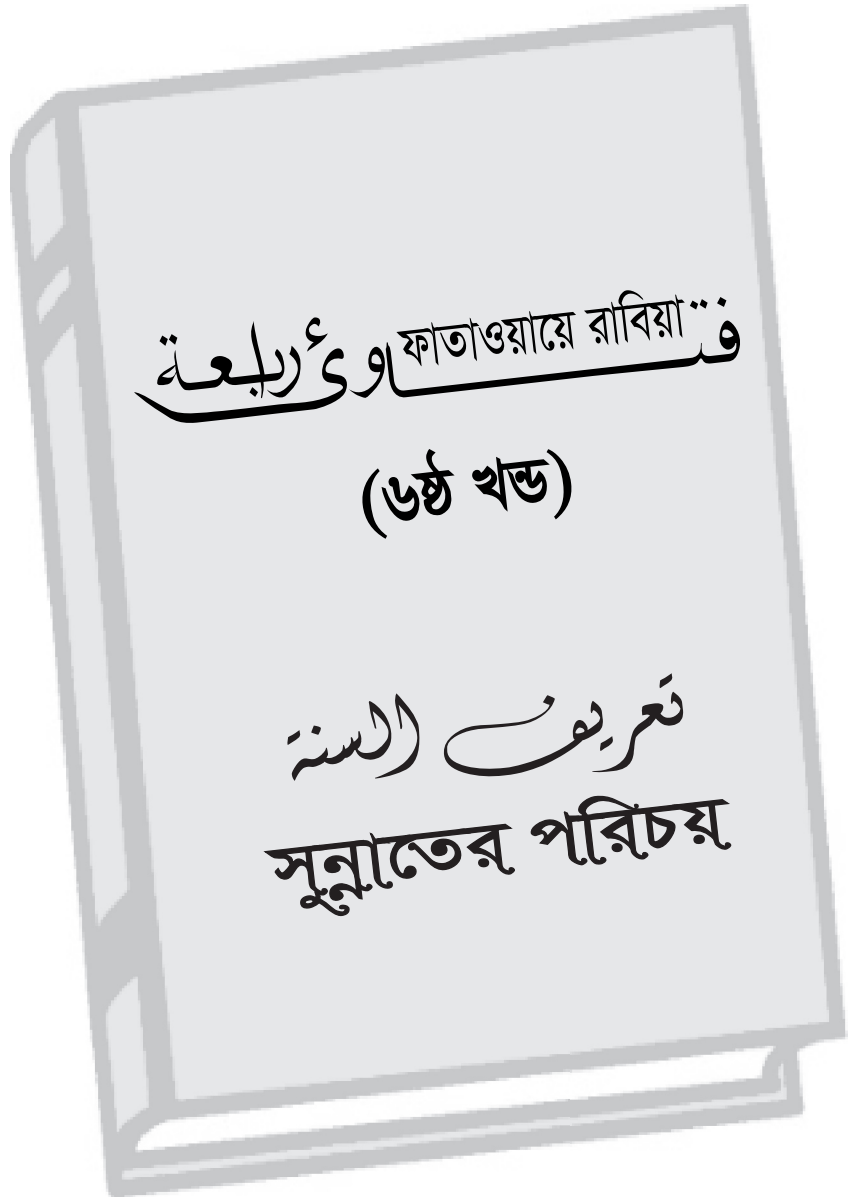

সুন্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ

سُنَّةٌ (সুন্নাত) শব্দটি اسم مصدر একবচন, বহুবচনে سنن অভিধানে এটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যথা-

* পথ বা পন্থা, বিধান।

* পদ্ধতি, নিয়মনীতি।

* চরিত্র,

* অভ্যাস,

* স্বভাব প্রকৃতি,

* জীবন ব্যবস্থা,

* হাদীস প্রভৃতি।

سُـــنَّةٌ (সুন্নাত) শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআন কারীমে এভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, আল্লাহর বানী-

سُنَّةَ اللّٰهِ فِىْ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً ○

অর্থাৎ মহান আল্লাহর সুন্নাত বা বিধান চলে এসেছে ঐ সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা গত হয়েছে আর কখনো আপনি আল্লাহর সুন্নাত বা পদ্ধতি পরিবর্তিত পাবেন না।

- সুরা আহযাব, আয়াত-৬২।

সুন্নাত শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞা

سُـــنَّةٌ (সুন্নাত) এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ইমামগণ নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। যথা-

❑ ইমাম আলী ইব্নে মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম বাযদভী তদ্বীয় গ্রন্থ 'উসূলুল বাযদভী'তে বলেন-

هُوَ فِىْ الشَّرْعِ اِسْمٌ لِّلطَّرِيْقِ الْمَسْلُوْكِ فِىْ الدِّيْنِ ○

অর্থাৎ শরীয়তের পরিভাষায়- সুন্নাত হল ধর্মে প্রচলিত নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতির নাম।

❑ 'কাশফুল আসরার' নামক কিতাবে রয়েছে-

اَلسُّنَّةُ فِىْ الشَّرِيْعَةِ اِسْمٌ لِّلطَّرِيْقِ الْمَسْلُوْكِ فِىْ الدِّيْنِ يَعْنِىْ مِنْ غَيْرِ اِفْتِرَاضٍ وَّ لَاوُجُوْبٍ ○

অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তে সুন্নাত বলা হয় ধর্মের এমন প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতিকে, যা ফরযও নয় ওয়াজিবও নয়।

❑ 'আল-মানার' প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত আন্-নাসাফী বলেন-

اَلسُّنَّةُ تُطْلَقُ عَلٰى قَوْلِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِعْلِهٖ وَ سُكُوْتِهٖ وَ عَلٰى اَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَ اَفْعَالِهِمْ ○

অর্থাৎ, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও কার্যাবলীকে سُنَّةٌ বলা হয়।

❑ সুন্নাতের সংজ্ঞায় শায়খ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী রহ-মাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

اَلسُّنَّةُ مَا جَاءَ عَنِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○

অর্থাৎ, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যা এসেছে সবই সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত।

❑ 'কাওয়ায়েদুল ফিক্হ' গ্রন্থকারের মতে-

وَفِىْ الشَّرِيْعَةِ هِىَ الطَّرِيْقَةُ الْمَسْلُوْكَةُ فِىْ الدِّيْنِ مِنْ غَيْرِ اِفْتِرَاضٍ وَّ لَا وُجُوْبٍ وَّ اَيْضًا مَّا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ عَلٰى وَجْهِ التَّاسِيِّ ○

অর্থাৎ, শরীয়তের পরিভাষায়, সুন্নাত হল- ধর্মীয় আচরণগত পদ্ধতি, যা ফরজও নয় ওয়াজিবও নয়। অনুরূপ, অনুসরণের দিক থেকে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যে সকল কথা, কর্ম ও মৌনসম্মতি প্রকাশ পেয়েছে এগুলোও সুন্নাত।

উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, সুন্নাত হলো- ধর্মের এমন নির্ধারিত পদ্ধতি বা পন্থা যা ফরজ কিংবা ওয়াজিব নয় এবং যা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামগণের পবিত্র কথা ও কর্মের সমষ্টি। যা তাঁদের সার্বক্ষণিক আমল ছিল। যেমন- মিছওয়াক করা ও সাদা টুপি পরিধান করা প্রভৃতি।

সুন্নাতের প্রকারভেদ

'উসূলুল বাযদভী' ও এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'কাশ্‌ফুল আসরার' এবং 'কাওয়ায়েদুল ফিক্‌হ' গ্রন্থের ভাষ্যমতে সুন্নাত দু' প্রকার। যথা-

১. اَلسُّنَّةُ الْهُدٰى اَوِ الْمُؤَكَّدَةُ (সুন্নাতে হুদা বা মুয়াক্কাদা)।

২. اَلسُّنَّةُ الزَّائِدَةُ (সুন্নাতে যায়েদা)।

১. সুন্নাতে হুদা বা মুয়াক্কাদার পরিচয়ঃ

সুন্নাতে হুদা বা মুয়াক্কাদার অর্থ হলো দৃঢ় বা আবশ্যকীয় সুন্নাত। আর এর সংজ্ঞায় ইমামগণ নিম্নোক্ত অভিমত পেশ করেছেন। যথা-

❑ 'কাশফুল আসরার আলা উসূলি ফাখরিল ইসলাম আল-বাযদভী' গ্রন্থে রয়েছে-

وَسُنَّةُ اَخْذُهَا هَدْىٌ وَّ تَرْكُهَا ضَلَالَةٌ كَالْاَذَانِ وَ الْاِقَامَةِ وَ صَلٰوةِ الْعِيْدِ ○

অর্থাৎ, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হলো এমন সুন্নাত, যা গ্রহণ করা হেদায়েত, আর বর্জন করা ভ্রষ্টতা। যেমন- আযান, ইকামাত ও ঈদের নামাজ।

❑ 'কাওয়ায়েদুল ফিক্‌হ' গ্রন্থকারের মতে-

سُنَّةُ هُدٰى هِىَ مَا وَ اظَبَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ التَّرْكِ اَحْيَانًا عَلٰى سَبِيْلِ الْعِبَادَةِ وَ يُقَالُ لَهَا السُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ ○

অর্থাৎ, সুন্নাতে হুদা এমন উত্তম আমলকে বলা হয়, যা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবাদাত হিসেবে সার্বক্ষণিক আমল করতেন, তবে মাঝে মাঝে ছেড়ে দিতেন যেন তা উম্মতের উপর ওয়াজিব হয়ে না যায়। আর সুন্নাতে হুদাকেই সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলা হয়।

❀ সুন্নাতে মুয়াক্কাদার হুকুমঃ

সুন্নাতে মুয়াক্কাদার হুকুম বা বিধান সম্বন্ধে 'উসূলুল বাযদভী' ও 'বাহারে শরীয়ত' গ্রন্থদ্বয়ে বলা হয়েছে যে, সুন্নাতে মুয়াক্কাদার উপর আমল করা জরুরী এবং আমল নামায় ছোয়াব লিখা হয়। তা পরিত্যাগ করা খারাপ, সামাজিকভাবে তিরস্কৃত ও ভর্ৎসনার যোগ্য হয় আর অভ্যস্থ হলে শাস্তির যোগ্য হবে।

২. সুন্নাতে যায়েদার পরিচয়ঃ

সুন্নাতে যায়েদার অর্থ হল- অতিরিক্ত সুন্নাত। আর এর পরিচয় প্রদানে ইমামগণের বক্তব্য নিম্নরূপ-

❑ 'উসূলুল বাযদভী'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'কাশফুল আসরার' নামক কিতাবে বলা হয়েছে–

سُنَّةُ اَخْذُهَا هُدًى وَّ تَرْكُهَا لَا بَأْسَ بِهٖ অর্থাৎ, সুন্নাতে যায়েদা হলো এমন সুন্নাত যা গ্রহণ করা হেদায়েত। তবে পরিত্যাগ করায় কোন ক্ষতি নেই।

❑ 'কাওয়ায়েদুল ফিক্‌হ' গ্রন্থে রয়েছে যে-

مَا كَانَتْ عَلٰى سَبِيْلِ الْعَادَةِ فَهِىَ السُّنَّةُ الزَّائِدَةُ وَ اِنْ وَاظَبَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○

অর্থাৎ, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর স্বভাবগত কর্ম সমূহই সুন্নাতে যায়েদা, যদিও তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সার্বক্ষণিক আমল হয়।

এক কথায়, ফরজ-ওয়াজিব-সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পালনের পর অতিরিক্ত যেসব কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বভাবতই করতেন আবার মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে ছেড়েও দিতেন সেসব কাজকে সুন্নাতে যায়েদা বলা হয়। যেমন- আসরের নামাজ ৪ রাকাত সুন্নাত।

❀ সুন্নাতে যায়েদার হুকুম ঃ

সুন্নাতে যায়েদার হুকুম বর্ণনায় 'উসূলুল বাযদভী' ও 'বাহারে শরীয়ত' কিতাবদ্বয়ে বলা হয়েছে যে, এর উপর আমল করলে অত্যাধিক সওয়াব হয়, কিন্তু বিনা ওজরেও পরিত্যাগ করলে কোন সমস্যা নেই এবং ক্রোধের কারণ নয়।

সাধারণত, সুন্নাতের হুকুম সম্বন্ধে কাশ্‌ফুল আসরার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে,

قَالَ شَمْسُ الْاَئِمَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ حُكْمُ السُّنَّةِ هُوَ الْاِتِّبَاعُ فَقَدْ ثَبَتَ بِالدَّلِيْلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّبَعٌ فِيْمَا سَلَكَ مِنْ طَرِيْقِ الدِّيْنِ وَ كَذَا الصَّحَابَةِ بَعْدَهٗ ○

অর্থাৎ, শামসুল আইম্মা রাহিমাহুল্লাহু বর্ণনা করেন যে, সুন্নাতের হুকুম হল-এর অনুসরণ করা। আর তা অবশ্যই দলীল দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। নিশ্চয়ই ধর্মীয় নিময়-নীতির মধ্যে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সকল আচরণ বিধিই অনুসরনীয়। অনুরূপ তাঁর পরে তাঁর সাহাবাগণেরও।

-কাশফুল আসরার, খন্ডঃ-২, পৃষ্ঠাঃ-৩০৮।

সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে সাহাবা

জ্ঞাতব্য, উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে সুন্নাতের নিম্নোক্ত দু'টি প্রকারও পরিলক্ষিত হয়। যথা-

- سنة الرسول صلى الله عليه و سلم (সুন্নাতে রাসূল)
- سنة الصحا بة رضى الله عنهم (সুন্নাতে সাহাবা)

সুতরাং সুন্নাতে রাসূল হলো তাহাই, যা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সার্বক্ষণিক আমল ছিল। যেমন- ফজর নামাজের ফরজের পূর্বে দুই রাকায়াত সুন্নাত। সাদা রংয়ের পোষাক ও টুপি পরা এবং পাগড়ী পরা প্রভৃতি।

আর সুন্নাতে সাহাবা বলতে, যা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সার্বক্ষণিক আমল ছিল না। তবে সাহাবাগণ এটাকে গুরুত্ব সহকারে সর্বদা আমল করতেন। যেমন- রমজান মাসের তারাবীর নামাজ পড়া ইত্যাদি।

আর এ উভয় সুন্নাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী কোন সুন্নাতটি এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে,

فَاِنَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ اَقْوٰى مِنْ سُنَّةِ الصَّحَابَةِ ○

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই সুন্নাতে রাসূল- সুন্নাতে সাহাবার চেয়ে অনেক শক্তিশালী।

- কাশফুল আসরার, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩০৮।

পবিত্র কুরআন কারীমের আলোকে সুন্নাতের গুরুত্ব

সুন্নাতের গুরুত্ব সম্বন্ধে নিম্নে পবিত্র কুরআন হতে আলোকপাত করা হল-

❑ মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ○

অর্থাৎ, নবী করীম রাউফুর রাহীম তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা পরিপূর্ণ রূপে পালন কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাক।

-সূরা হাশর, আয়াত-৭।

এ আয়াতে কারীমায় মহান রাব্বুল আলামীন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃকপ্রাপ্ত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত প্রভৃতির পূর্ণ অনুসরণ করা এবং তাঁর বর্ণিত নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

❑ অপর আয়াতে কারীমায় আল্লাহ পাক ফরমান-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

অর্থাৎ, হে আমার প্রিয় নবী! আপনি বলে দিন যে, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, তবেই মহান আল্লাহ তোমারকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন, কারণ আল্লাহ পাক পরম ক্ষমাশীল ও বড়ই করুণাময়।

- সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩১।

বর্ণিত আয়াতে কারীমার মধ্যেও আল্লাহ পাকের ভালবাসা-ক্ষমা-দয়া প্রাপ্তিকে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক শর্ত করে দেওয়া হয়েছে।

❑ এরশাদে বারী তায়ালা-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ○

অর্থাৎ, হে আমার হাবীব! আপনার রবের কছম, তাঁরা কখনও ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সমস্যাদীর সমাধানের মর্মে আপনাকে হাকীম হিসেবে না মানবে।

- সূরা নিসা, আয়াত-৬৫।

অত্র আয়াতে কারীমায় মহান রাব্বুল আলামীন নবী করীম রাউফুর রাহীমকে ফরজ-ওয়াজিব-সুন্নাতসহ যাবতীয় সমস্যার সমাধানের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী, কর্ম ও সমর্থন প্রভৃতি কর্ম মুমিনের ধর্ম হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তাই এ আয়াতে কারীমায় হুযুর পাকের অনুসরণ-অনুকরণকে এমনভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যে, সর্ববিষয়ে তাঁর নীতিরীতি গ্রহণ না করলে মুমিন- মুসলমানই হতে পারবে না।

❑ আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু ওয়া আম্মানাওয়ালুহু এরশাদ করেন-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ○

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আর তোমাদের মধ্যে যারা বিজ্ঞ বিচারক (তাঁদেরও আনুগত্য কর), অতঃপর যদি তোমরা পরস্পরে কোন বিষয়ে বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হও, তাহলে তা নিয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরে যাও, যদি তোমরা মহান আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে থাক। আর এটাই হবে কল্যাণকর এবং অতি উত্তম পন্থা বা পরিণাম।

-সূরা নিসা, আয়াত-৫৯।

উল্লেখিত আয়াতে কারীমার ব্যাখায় 'তাফসীরে দ্বিয়াউল কুরআন'-এর উদ্বৃতি নিম্নরূপ-

এ আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর সম্মানিত রাসূলের অনুসরণ ছাড়াও মুসলমান শাষকবৃন্দ ও বিজ্ঞ বিচারক মন্ডলীর অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এর সুস্পষ্ট কারণ এই যে, যেহেতু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নশ্বর জগতে বাহ্যিকরূপে দীর্ঘদিন অবস্থান করবেন না বরং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে রাজ্য পরিচালনার কর্মসমূহ সম্মানিত খলিফাবৃন্দ ও শাষকবৃন্দের দায়িত্বে থাকবে, তাই তাদেরও অনুসরণ করার ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ এবং (দ্বীনের) শাষকগণের অনুসরণের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আর তা হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষ্পাপ। যাবতীয় কার্যাবলীতে বিশেষতঃ

শরয়ী বিধি-নিষেধের প্রচারের মধ্যে তাঁর কোন ভূল-ত্রুটি হয়নি। এজন্যই যেখানেই নবী পাকের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেখানেই নিঃশর্তভাবেই অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন-

مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ○

অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যা দিয়েছে তা গ্রহণ কর, আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রত্যেকটি হুকুম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় ও সুদৃঢ় সম্পন্ন। এর মধ্যে কারো কোন আপত্তির সুযোগ নাই। আর খলিফাদের নিষ্পাপ হওয়াটা জরুরী নয়। তাঁদের থেকে ভুলও হতে পারে। আর এজন্যই তাঁদের অনুসরণের ক্ষেত্রে শর্ত করা হয়েছে যে, যেন তাদের হুকুমাদী আল্লাহ ও রাসূলের ফরমানের আলোকে যাচাই করা হয়। সুতরাং যদি কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক হয়, তবে আমল করতে হবে, আর যদি না হয়, তবে আমলযোগ্য নয়।

হুযুর করীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- لَاطَاعَةَ لِلْمَخْلُوْقِ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ (অর্থাৎ, আল্লাহর নাফরমানির ক্ষেত্রে সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই। অর্থাৎ, যে সৃষ্টি বা ব্যক্তির অনুসরণ করলে আল্লাহ ও রাসূলের বিধানের অবাধ্যতা হবে সে ক্ষেত্রে সৃষ্টির অনুসরণের প্রয়োজন নেই)। আর এজন্যই উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় কোন হাকীমের রায়ের পরে আল্লাহ পাক বর্ণনা করেন যে, যদি তোমাদের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব হয়ে যায়, তখন তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরে যাও। অর্থাৎ, ঐ হুকুম কিংবা রায়টাকে কুরআন- সুন্নাহর আলোকে যাচাই করে নাও। যদি কুরআন- সুন্নাহ অনুযায়ী হয় আমল কর আর অন্যথায় অনুসরণ ফরয নয়।

-তাফসীরে দ্বিয়াউল কুরআন, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৬।

এ আয়াত প্রসংগে তাফসীরে খাজাইনুল ইরফানেও বলা হয়েছে- "এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুসলমান শাষক ও হাকীমগণের আনুগত্য করা অপরিহার্য, যতক্ষণ তারা ন্যায়ের অনুসরণ করেন। যদি তারা ন্যায়ের পরিপন্থি নির্দেশ দেন, তবে তাদের আনুগত্য করা যাবে না।

উল্লেখিত আলোচনা হতে জানা গেল যে, কোন আলিম, পীর-মাশায়েখ, বিচারক ও শাসকের কোন কথা কিংবা হুকুম যদি কুরআন হাদীস অনুযায়ী হয়,

তবে এর অনুসরণ করা একান্ত কতর্ব্য। আর এটা এজন্য যে, যেহেতু তারা কুরআন-সুন্নাহ হতেই কথা বলেন। আর যদি তাদের কোন কথা কিংবা হুকুম কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত হয়, তবে তাদের অনুসরণ করা যাবে না।

পবিত্র হাদীস শরীফের আলোকে সুন্নাতের গুরুত্ব

সুন্নাতের গুরুত্ব বর্ণনা ও প্রয়োজনীয়তায় পবিত্র হাদীস শরীফ থেকে নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

❀ হাদীস নং-০১ ঃ

وَعَنْ مَّالِكِ بْنِ اَنَسٍ مُّرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَ سُنَّةَ رَسُوْلِهٖ رَوَاهُ فِيْ الْمُؤَطَّأ ○

অর্থাৎ, হযরত মালিক ইবনে আনাস হতে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের নিকট দু'টো জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ তোমরা এদু'টোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বিপথগামী হবে না। এর একটি হলো আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনুল কারীম, আর অপরটি হলো তাঁর হাবীবের সুন্নাহ্ তথা হাদীস শরীফ। (হাদীসটি ইমাম মালেক স্বীয় মোয়াত্তায় বর্ণনা করেন)।

-মিশকাতুল মাসাবীহ শরীফ, বাবুল ইতিসাম, পৃঃ-৩১।

মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ তথা হাদীস শরীফে মানব জাতি থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে ও সর্ববিষয়ে ব্যক্তিগত জীবন ও পারিবারিক জীবনসহ রাষ্ট্রিয় জীবন এবং ধর্মীয় ইহকালীন জীবন থেকে পরকালীন জীবনসহ সকল সমস্যার নিখুঁত ও স্বচ্ছ সমাধান প্রদান করেছেন।

হুযুর কারীম রাউফুর রাহীম এ হাদীসটি দশম হিজরীর বিদায় হজ্বের অনুষ্ঠানে (প্রায়) সোয়ালক্ষ সাহাবায়ে কেরামের সামনে বর্ণনা করেন। তিনি অবগত ছিলেন যে, যেহেতু ধর্ম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কাজেই তিনি আর দীর্ঘদিন জহেরী অবস্থায় জীবিত থাকবেন না। তাই তিনি উম্মতের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির নির্দেশিকা হিসেবে এ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নছিহত প্রদান করেন।

সেখানে এরশাদ করেছেন, আমি যদিও থাকব না, তবুও তোমাদের ধ্বংসের কোন ভয় থাকবে না, যদি তোমরা কুরআন ও সুন্নাহর ন্যায় মহাসম্পদকে শক্ত করে ধরে রাখ। তোমাদের প্রকৃত মুক্তি ও শান্তি এ দু'টোর অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

সুতরাং আমাদের ইহকালীন জীবন যাত্রায় কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব-সন্দেহ প্রভৃতি সৃষ্টি হলে সঠিকভাবে-সত্যিকার অর্থে কুরআন-সুন্নাহর দিকে ছুটে যাব। মহান আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন-সুন্নাহর মতে থাকার তৌফিক দান করুন। আমিন।

❀ হাদীস নং-০২ ঃ

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَمَّا بَعْدُ ! فَاِنَّ خَيْرَالْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ , وَ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَّشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ○

অর্থাৎ, হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কোন এক ভাষণের মধ্যে) ইরশাদ করেন, "(হামদ ও সানার পর) অতঃপর নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ তথা জীবন ব্যবস্থা, হুযুর পাক কর্তৃক প্রদর্শিত পথ। আর নিকৃষ্টতম কাজ হলো (ধর্মে) নতুন আবিষ্কার (বিদআত)। আর প্রত্যেক নতুন আবিষ্কারই (বিদআতই) ভ্রষ্টতা"।

- মুসলিম শরীফ; মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-২৭।

এ হাদীস শরীফের সারাংশ হল- ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। কেহ যদি এ ধর্মের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করে সেটাকে ধর্মের বিধান বলে চালিয়ে দিতে চায়, তাহলে তা সম্পূর্ণ বিদআতের অন্তর্ভূক্ত হবে, আর এটা হবে পরিষ্কার ভ্রষ্টতা, হ্যাঁ যে বিষয়ের আবিষ্কারের ফলে শরীয়তের কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব বা ক্ষতি হবে না এবং শরীয়তের কোন হুকুম বা বিধানের বিলোপ্তি ঘটবে না, তা মূলতঃ বিদাআত নয়।

❀ হাদীস নং-০৩ ঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ اُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلَّامَنْ أَبٰى, قِيْلَ: مَنْ أَبٰى ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ أَبٰى ○

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- "আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে তাদেরকে ব্যতীত যারা (আমাকে) অমান্য করে"। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন- "যারা আমার আনুগত্য করবে, তারা বেহেশতী। আর যারা আনুগত্য করবে না, তারাই অমান্যকারী"।

-বুখারী শরীফ, খন্ড-০২, পৃঃ ১০৮১; মিশকাত শরীফ, পৃঃ ২৭।

পবিত্র কোরআনে اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ (তোমরা আল্লাহ ও তাঁর হাবীবের আনুগত্য কর) এবং উক্ত হাদীস শরীফে مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ (যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে)" এ উভয় বানী দ্বারা প্রতীয়মান হয় পরপারের মুক্তি-সফলতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য ও তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণের উপরই নির্ভরশীল। শুধু মুখে ঈমান ও ইসলামের দাবীই মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়।

সুতরাং, দুনিয়াতে যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন, মুসলমান, আাবিদ, ফকির, সূফী, জাহিদ, পীরে ত্বরিকত প্রভৃতি বলে পরিচয় দিয়েছে, অথচ দুনিয়ার জিন্দেগীতে প্রিয় নবীর আনুগত্য ও অনুসরণ-অনুকরণ করে নাই, তার জাহান্নামে প্রবেশ ব্যতীত কোন উপায় নেই।

উল্লেখ্য যে, হাদীসে كُلُّ اُمَّتِىْ বা সকল উম্মত' বলে যারা কালিমা পড়েছে তাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং তাঁরা সকলেই বেহেশতে যাবে। অবশ্য আমলের অবস্থার কারণে কেহ আগে যাবে কেহ পরে যাবে।

আরো উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসে مَنْ أَبٰى তথা অমান্য কারী বা অস্বীকারকারী' বলতে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরআন-সুন্নাহর বিধান সমূহ যা নিয়ে তিনি আগমন করেছেন, তা গ্রহণ করতে যারা বাঁধা প্রদান করে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

- মিরকাত শরহে মিশকাত, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩৯।

অতএব, সচেতন ঈমানদারগণ লক্ষ করুন! আজ কারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সুন্নাত পালনে বাঁধা দিচ্ছে, তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে দূরে রাখুন এবং তাদের থেকে দূরে থাকুন। যেমনঃ অপর হাদীসে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَايُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يُفْتِنُوْنَكُمْ অর্থাৎ, তোমরা তাদের থেকে বাঁচ এবং তাদেরকে তোমাদের কাছে ঘেষতে দিও না, যেন তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট ও ফেতনায় ফেলতে না পারে। (মুসলিম ও মিশকাত)।

❀ হাদীস নং-০৪ঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ ○

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- "আমার উম্মতের বিপর্যয়ের সময় যে আমার একটি সুন্নাতকে দৃড়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, তাঁর জন্য রয়েছে একশত শহীদের সওয়াব"।

- মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৩০।

আলোচ্য হাদীস শরীফে এক কঠিন মুহুর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সুন্নাতের উপর আমল করা ও তার মধ্যে টিকে থাকার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। যে যুগে উম্মতের মধ্যে বিপর্যয়, ফিতনা, কুফর, শিরক ও বিদআতের প্রচলন এত বেশী হবে যে, প্রিয় নবীর সুন্নাতের স্থানে অন্য নতুন বিষয় সুন্নাতের নামে প্রকাশ পাবে। যে সময় প্রকৃত সুন্নাতের উপর টিকে থাকা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। যেমন- হাদীসে এসেছে- "শেষ যুগে সুন্নাতের উপর আমল করা জলন্ত কয়লা হাতে নেওয়ার মত কষ্টকর হবে"। আর এ কঠিন কষ্টের সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সুন্নাতের উপর আমল করলে এবং সুন্নাতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলে তাঁর জন্য একশত শহীদের পুরষ্কার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। যেমন- বিলুপ্ত সুন্নাত সমূহের মধ্যে ক'টি হল, মিছওয়াক করা, দরজার আযান, সাদা রংয়ের টুপি পরা, মসজিদে কাঠের মিম্বর রাখা প্রভৃতি।

❀ হাদীস নং-০৫ঃ

وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَحْيٰى سُنَّةً مِّنْ سُنَّتِىْ قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِىْ فَاِنَّ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا, وَ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَّا يَرْضَاهَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ, كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اَثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ○

অর্থাৎ, হযরত বেলাল ইবনে হারেছ আল-মুযানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার এমন সুন্নাতকে জনসাধারণের মাঝে প্রচলন করবে, যার প্রচলন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় যতলোক এ সুন্নাতের উপর আমল করবে ততলোকের ছোয়াবের সমপরিমাণ ছোয়াব প্রচলনকারীকে দেয়া হবে এবং অন্যান্য আমলকারীদের ছোয়াবের ক্ষেত্রে সামান্যতমও কম হবে না। আর যে ব্যক্তি এমন কোন নতুন বিষয় তথা বিদআত আবিষ্কার করল, যা নিন্দনীয় এবং যার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অসন্তুষ্ট, এমতাবস্থায় যতলোক এ বিদআতের উপর আমল করবে, ততলোকের গুনাহের সমপরিমাণ গুণাহ প্রচলনকারীকে দেয়া হবে। আর অন্যান্য আমলকারীদের গুণাহের ক্ষেত্রে সামান্যতমও কম হবে না।

-তিরমিযী শরীফ, খন্ড-০২, পৃষ্ঠা-৯৬; মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৩০।

বর্ণিত হাদীসে কালের আবর্তনে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যে সমস্ত সুন্নাত মুসলিম সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং মুসলমানদের আমল থেকে ছুটে গেছে এ ধরনের সুন্নাতকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষকে তা আমল করার আহ্বান ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণকারীর আমলনামায় সে পরিমাণ সওয়াব লিখা হবে, যে পরিমাণ সওয়াব আমলকারী পাবে। অপরদিকে বিদআতে, সাইয়্যেয়াহ্ তথা সুন্নাতের বিপরীত প্রচলন করলে তার আমলনামায় সে পরিমাণ গোণাহ লিখা হবে, যে পরিমাণ গুণাহ আমলকারী পাবে।

❀ হাদীস নং-০৬ ঃ

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ الدِّيْنَ لَيَأْرِزُ اِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَارِزُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا, وَ لَيَعْقِلَنَّ الدِّيْنُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْاُرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ, اِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا, وَ سَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ, فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ, وَ هُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِىْ ○

অর্থাৎ, হযরত আমর ইবনে আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- "নিশ্চয়ই দ্বীন ইসলাম হিজাজের দিকে এমনভাবে মিশে যাবে বা গুটিয়ে আসবে, যেমনি সর্প তার গর্তে ফিরে যায়। আর অবশ্যই ধর্ম হিজাযে আশ্রয় গ্রহণ করবে, যেমন পাহাড়ী মেষ পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। নিশ্চয়ই ধর্ম আবির্ভাব হয়েছিল দরীদ্র অবস্থায়, আর তা অচিরেই ফিরে যাবে গরীব অবস্থায়, যেভাবে তা আবির্ভূত হয়েছিল। সুতরাং দরীদ্র তথা অসহায়দের জন্যই রয়েছে সুসংবাদ। আর তারা হলো সে সব লোক, যারা আমার পরে আমার এমন সুন্নাতকে পরিশুদ্ধ (সংস্কার) করবে, যা লোকজন পরিবর্তন করে দিয়েছে"।

- তিরমিযী শরীফ; মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৩০।

উল্লেখিত হাদীস শরীফে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের করুণ অবস্থার কথা প্রকাশ করেছেন যে, শেষ যুগে ফেৎনা-ফাসাদের সময় ধর্ম হিজাযের দিকে আশ্রয় গ্রহণ করবে। কেননা, হিযায তথা মক্কা-মদীনা হচ্ছে ইসলামের আবির্ভাবস্থল ও প্রাণকেন্দ্র। আত্মরক্ষার জন্য যেভাবে সাপ তার গর্তের দিকে ছুটে এবং হিংস্র প্রাণীর ভয়ে পাহাড়ী মেষ পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। তেমনিভাবে যখন সারা বিশ্ব থেকে ধর্ম বিদায় হবে এবং লোকজন কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে যাবে, তখন ধর্ম মদীনার দিকেই আশ্রয়ের জন্য প্রত্যাবর্তন করবে।

উক্ত হাদীসে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরোও ইরশাদ করেন, আমার ওফাতের পর যারা আমার সুন্নাত সমূহকে বিকৃত বা নষ্ট করে দিয়েছে, অতঃপর ঐ সমস্ত সুন্নাতসমূহকে যারা সংস্কার বা বাস্তবায়ন করবে, তাঁদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ, আর তাঁরা হল আমার গরীব বা অসহায় উম্মত।

❀ হাদীস নং-০৭ ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً ' وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ وَ لَا حَرَجَ ' وَ مَنْ كَذَّبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا ' فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ ○

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি মাত্র বাক্য হলেও তা পৌঁছে দাও। তোমরা বনী ইসরাইলদের থেকেও হাদীস বর্ণনা করতে পার। এতে কোন সমস্যা নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা সম্পৃক্ত করল অর্থাৎ, আমার নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করল, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে প্রস্তুত করে নিল।

- বুখারী শরীফ; মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৩২; তিরমিযী শরীফ, খন্ড-০২, পৃষ্ঠা-৯৫।

❖ হাদীস বর্ণনার কারণঃ

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খ ইবনে জামরা তাঁর রচিত "اَلْبَيَانُ وَالتَّعْرِيْفُ" গ্রন্থে উক্ত হাদীসের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় কোন এক ব্যক্তি হুযুর পাকের অনুরূপ পোষাক পরিধান করে মদিনার এক পরিবারে গিয়ে বলল, হুযুর পাক আমাকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পার, তখন উক্ত পরিবারের লোকেরা তাকে গ্রহণ করে নেয়।

পরিবারের লোকজন তাকে রাসূল পাকের প্রতিনিধি মনে করে তার বসবাসের জন্য আলাদা একটি গৃহ নির্মাণ করে দেয়। লোকটি সেখানে বসবাস করতে থাকে। এদিকে তার কথা কতটুকু সত্য তা প্রমাণের জন্য পরিবারের লোকজন এ ঘটনা জানিয়ে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট খবর পাঠায়। অতঃপর যখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতারণার কথা জানতে পারলেন, তখন তাকে গ্রেফতার করার জন্য হযরত আবু বকর ও ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে নির্দেশ দিলেন যে, যদি তোমরা তাকে জীবিত পাও তবে হত্যা করবে এবং আগুনে পোড়াবে। আর যদি মৃত অবস্থায় পাও, তাহলে তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করবে।

এসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণীও করলেন যে, সম্ভবত তোমরা তাকে মৃতই পাবে। সত্যই সাহাবীদ্বয় এসে তাকে মৃত পেলেন। একরাতে পেশাব করার জন্য ঘর থেকে বের হলে তাকে সর্পে দংশন করে এবং সে বিষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করে। তখন তাঁরা তার দেহ আগুনে পোড়ালেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ব্যাপারটি অবহিত হলেন, তখন তিনি হাদীসের মিথ্যা বর্ণনাকারীর অশুভ পরিণাম সম্বন্ধে আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করেন।

আর আমাদের সময়েও এমন অনেক লোক রয়েছে যারা স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মিথ্যা, বানোয়াট ও কল্পিত কথাকে হাদীসে নববী বলে প্রচার করছে। এ সংক্রান্ত হাদীসটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, যা ষাটজনেরও অধিক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে এ শ্রেণীর জঘন্য লোকদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

❀ হাদীস নং-০৮ ঃ

قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْيٰى سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحْيَانِىْ وَ مَنْ اَحْيَانِىْ كَانَ مَعِىَ فِىْ الْجَنَّةِ ○

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আমার একটি সুন্নাত জিন্দা করল সে যেন আমাকেই জিন্দা করল। আর যে আমাকে জিন্দা করল, সে বেহেশতে আমার সাথী হল।

- তিরমিযী শরীফ, ২য় খন্ড, আবওয়াবুল ইলম, পৃষ্ঠা-৯৬।

এ হাদীস শরীফে স্বয়ং হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিলুপ্ত সুন্নাতের প্রতি এতবেশী গুরুত্বারোপ করেছেন যে, সুন্নাত জিন্দা করাকে স্বয়ং হুযুর পাককে জিন্দা করার সাথে তুলনা করেছেন এবং তাঁর সঙ্গেই বেহেস্তে অবস্থানের ঘোষনা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে ঈমান ও আমলের সঙ্গেই জিন্দেগী করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

আইম্মায়ে কেরামের উক্তির আলোকে সুন্নাতের গুরুত্ব

❑ শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী 'ফতুহাতে মক্কীয়া' গ্রন্থে স্বীয় সনদ ইমাম আযম পর্যন্ত ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আযম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ফরমান-

اِيَّاكُمْ وَ الْقَوْلَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى بِالرَّأْى وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ فَمَنْ خَرَجَ مِنْهَا ضَلَّ ○

অর্থাৎ,আল্লাহ্ তা'য়ালার ধর্মে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত (প্রতিষ্ঠা করা) হতে বেঁচে থাক এবং তোমাদের উপর সুন্নাতের অনুসরণ আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি সুন্নাত থেকে বের হয়ে গেল, সে পথভ্রষ্ট হল।

- জামিউল আহাদীস, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৪।

❑ ইমাম শা'রানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা তাঁর পাঠশালায় কুফার এক ব্যক্তি আসল। এ সময় তিনি হাদীস শরীফের পাঠদান করতেছিলেন। এমতাবস্থায় সে লোকটি বলল, আমাকে এ সংক্রান্ত হাদীস থেকে পৃথক বা আলাদা রাখুন। একথা শুনে ইমাম সাহেব বড়ই রাগান্বিত হলেন এবং বললেন- "যদি হুযুর সাইয়্যেদী আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সুন্নাত সমূহ আমাদের নছিব না হত, তাহলে আমাদের কারোও কুরআন শরীফ বুঝা সম্ভব হত না।" অতঃপর ইমাম সাহেব আগন্তুক লোকটিকে বললেন, বলতো বানরের গোস্ত সম্পর্কে তোমার মতামত কি? এবং এ মর্মে কুরআন শরীফে কি দলীল রয়েছে? এ অবস্থায় লোকটি খামুশ হয়ে গেল এবং আরয করল এ মর্মে আপনার ফতোয়া কি? তিনি জবাবে ফরমান ইহা চতুষ্পদ জন্তুর অন্তর্ভূক্ত নয়।

- আম্বাউল হাই, পৃষ্ঠা-১৭৪; জামিউল আহাদীস, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৪।

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআন কারীমে ইজমালান (اجمالا) বা সংক্ষিপ্তভাবে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এ মর্মে স্বয়ং আল্লাহ পাক রাব্বুল ইজ্জাত ফরমান- مَا فَرَّطْنَا فِىْ الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ অর্থাৎ, আমি কিতাবের মধ্যে (সংক্ষিপ্ত বর্ণনার ক্ষেত্রে) কোন বিষয় বাকী রাখি নাই।

এমতাবস্থায় হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য তাহারাত বা পবিত্রতা, নামাজ এবং হজ্জ প্রভৃতির অবস্থা যদি বিস্তারিত বর্ণনা না করতেন, তাহলে কুরআন শরীফ থেকে শরীয়তের বিধানসহ বিভিন্ন

বিধান সমূহ বের করা এবং এ কুরআন থেকে কোন কিছু বর্ণনার রাস্তা পাওয়া যেত না। এমনকি আমাদের ফরজ ও নফলসমূহের রাকাআতের সংখ্যাসহ অন্যান্য বিধি-নিষেধের পরিচয় লাভ করার সম্ভব হত না।

আর এ বিষয়ে ইমাম শা'রানী বলেছেন যে, আমি স্বীয় শায়খ শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া রহমতুল্লাহে আলাইহিকেও বলতে শুনেছি, আর এ সমস্ত (উপরোক্ত) বর্ণনা তারই প্রদত্ত।

এমনকি আমার আক্বা আলী খাওয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি কেও এভাবে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, যদি হুযুর পাকের মহান সুন্নাতের দ্বারা আমাদের জন্য সংক্ষিপ্ত কুরআন মাজীদকে বর্ণনা করা না হত, তবে উলামায়ে কেরামের কেহই পানি এবং পবিত্রতার বিধান সমূহও জানত না। ফরজ নামাজে দুই রাক-াআত, জুহর, আসর ও এশার নামাজে চার রাকাআত এবং মাগরিবের নামাজে তিন রাকাআত ফরজ-এর সংখ্যা জানা যেত না। এমনিভাবে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ক্রয়-বিক্রয় ও বিবাহ-তালাক প্রভৃতি ফিকহী মাসআলা সমূহ সম্পর্কে কিছুই জানতে পেত না।

সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণ হল যে, কুরআন শরীফে উম্মতের জন্য সমস্ত বিধানসমূহ (বিস্তারিত ভাবে) কি করে থাকবে, যেখানে জরুরী বিধানসমূহেরও বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়নি। তারপর বাকী রইল ধর্মীয় কার্যাবলী এবং দুনিয়াবী বিভিন্ন অবস্থা ও লেনদেন সমূহ বরং যাবতীয় বস্তু সমূহের বর্ণনা কোরআন কারীম থেকে জানা সকলের জন্য সম্ভবপর কথা নয়। হ্যাঁ, এর উপর ঈমান রাখা আবশ্যক যে, কোরআনে প্রত্যেক বস্তুর বর্ণনা বিদ্যমান আছে এবং এর জ্ঞান নবী করীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়।

আসমানি কিতাবসমূহের জ্ঞান মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের জন্যই খাস। এ মর্মে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন- لِتُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ অর্থাৎ, যেন আপনি লোকদের জন্য বর্ণনা করেন যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।

এজন্যই মহান আল্লাহ শুধু কিতাবই নাযিল করেননি, বরং তাঁর রাসূলগণকে কিতাবের বর্ণনার শক্তি-সামর্থ্য এবং ঐ সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা অদৃশ্যজ্ঞান সমূহের দ্বারাও মেহেরবানী করেছেন। যার দ্বারা সংক্ষিপ্ত বানীর পূর্ণাঙ্গ

বিশ্লেষণ দিতে সক্ষম হন।

- জামিউল আহাদীস, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৭, ১৩৮।

উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে পরিষ্কার হল যে, নবী রাসূলগণের বাণী, কর্মসহ প্রভৃতি আচরণ ও চালচলনই কোরআনের বিশ্লেষণ এবং আমাদের ধর্মীয় কর্ম। যাতে রয়েছে ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত সহ প্রভৃতি। তাই ফরজ, ওয়াজিবসহ সুন্নাতের প্রতি গুরুত্ব দেয়া ও গ্রহণ করা মূলতঃ আল্লাহকে গুরুত্ব দেয়া এবং গ্রহণ করা। কেননা আল্লাহ পাক ফরমান-

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ○

অর্থাৎ, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণই আল্লাহর অনুসরণ বা আনুগত্য।

সুন্নাতকে বর্জন ও অস্বীকারকারীর শরয়ী হুকুম

'সুন্নাত' ধর্মের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান, যা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামগণের সার্বক্ষণিক আমল ছিল। যেমন- মিছওয়াক করা, সাদা রংয়ের টুপি পরিধান করা, পাগড়ী পরিধান করা, মসজিদে কাঠের মিম্বর রাখা, ঈমানদার-মুসলমানের দাওয়াত গ্রহণ করা, পায়জামা পরিধান করা প্রভৃতি। যে বিধানের প্রতি আমল করার জন্য শরীয়তে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং এর বর্জন ও অস্বীকার তথা অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যকারী সম্বন্ধেও কঠোর মন্তব্য করা হয়েছে। নিম্নে তা নির্ভরযোগ্য ফতোয়ার কিতাবাদী হতে উপস্থাপন করা হলো।

➢ সুন্নাত বর্জনকারীর বিধানঃ

❑ সুন্নাত বর্জনকারীদের বা বর্জন করার হুকুম সম্বন্ধে 'আল-বাহরুর রায়েক' নামক বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাবে বলা হয়েছে যে-

بِاَنَّ تَارِكَ الْوَاجِبِ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوْبَةَ بِالنَّارِ وَ تَارِكَ السُّنَّةِ لَا يَسْتَحِقُّهَا بَلْ حِرْمَانِ الشَّفَاعَةِ ○

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই ওয়াজিব বর্জনকারী জাহান্নামের শাস্তির উপযুক্ত, আর সুন্নাতের তরককারী এর উপযুক্ত নয় বরং হুযুর পাকের শাফায়াত বঞ্চিত হবে।

- আল-বাহরুর রায়েক শরহু কানযিদ্ দাক্বায়েক্ব, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৮

❑ হানাফী মাযহাবের জগদ্বিখ্যাত ফতোয়া গ্রন্থ 'ফাতাওয়ায়ে শামী'তে

রয়েছে-

تَرْكُ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْحَرَامِ يَسْتَحِقُّ حِرْمَانِ الشَّفَاعَةِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ مَنْ تَرَكَ سُنَّتِىْ لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِىْ ○

অর্থাৎ, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বর্জন করা হারামের নিকটবর্তী (এবং সুন্নাত বর্জনের কারণে) নবীজীর শাফায়াত হতে বঞ্চিত হয়। যেমন- হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী- "যে আমার সুন্নত বর্জন করল, সে আমার শাফায়াত হতে বঞ্চিত হল"।

-রদ্দুল মুহতার আলাদ্ দুররিল মুখতার, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৭।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি সুন্নাতের উপর আমল করবে না অর্থাৎ, কোন সুন্নাত বর্জন করবে, সে ব্যক্তি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর শাফায়াত হতে বঞ্চিত হবে।

➢ সুন্নাত অপছন্দকারী কিংবা অস্বীকারকারীর বিধানঃ

❑ 'ফাতাওয়ায়ে শামী' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সুন্নাত অস্বীকারকারীদের সম্বন্ধে শাফেয়ী মাযহাবের কিছু মুহাক্কিক ফকীহগণের মন্তব্য তুলে ধরতে গিয়ে বলা হয়েছে যে-

وَقَدْ صَرَحَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِاَنَّ مَنْ اَنْكَرَ مَشْرُوْعِيَّةَ السُّنَنَ الرَّاتِبَةَ أَوْ صَلَاةَ الْعِيْدَيْنِ يَكْفُرُ لِاَنَّهَا مَعْلُوْمَةٌ مِّنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ ○

অর্থাৎ, শাফেয়ী মাযহাবের কতিপয় মুহাক্কিক আলিমগণের উক্তি হলো- "নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি শরীয়ত নির্ধারিত সুদৃঢ় সুন্নাত সমূহকে (সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ) অস্বীকার করবে, অথবা দুই ঈদের সালাতকে (অস্বীকার করবে) সে কাফের হবে। কেননা, এগুলো জরুরতে দ্বীনের (ধর্মের প্রয়োজনীয় বিধানের) অন্তর্ভূক্ত।

-রদ্দুল মুহতার আলাদ্ দুররিল মুখতার, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৯১।

❑ সুন্নাতকে তুচ্ছ মনে করে বর্জনকারী সম্বন্ধে 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী'তে বলা হয়েছে যে-

اِنْ لَّمْ يَرَالسُّنَنَ حَقًّا فَقَدْ كَفَرَ لِاَنَّهٗ تَرْكُهَا اِسْتِخْفَافًا وَّ اِنْ رَآهَا حَقًّا فَالصَّحِيْحُ اِنَّهٗ يَاْثِمُ لِاَنَّهٗ جَاءَ الْوَعِيْدُ بِالتَّرْكِ كَذَا فِىْ مُحِيْطِ السُّرَخْسِيِّ ○

অর্থাৎ, কেউ যদি সুন্নাতকে সত্য মনে না করে বর্জন করে, তবে সে কুফুরী করল। কেননা, সে সুন্নাতকে তুচ্ছ মনে করে বর্জন করেছে। তবে কেউ যদি তা সত্য মনে করে এবং এমতাবস্থায় তা বর্জন করে, বিশুদ্ধ মতানুসারে সে গুণাহগার হবে। কেননা, সুন্নাত বর্জন করার ব্যাপারে হাদীস শরীফে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। (মুহীতঃ আস্ সুরাখসী)।

-ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১১২।

❑ নবী রাসূলগণের কোন সুন্নাতকে অস্বীকার কিংবা অপছন্দকারীর হুকুম সম্বন্ধে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে যে,

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নবীগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) হতে কোন একজনকেও অস্বীকার করে, অথবা তাঁদের সুন্নাত সমূহ হতে কোন একটি সুন্নাতকে অপছন্দ তথা অস্বীকার করবে, সে কাফের হয়ে যাবে।

-ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৬৩।

যেমন, কদু বা লাউ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পছন্দের একটি খাবার এবং সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। কাজেই, যদি কোন ব্যক্তির সামনে বলা হয় যে, হুযুর পাক কদু পছন্দ করতেন আর তা শুনে যদি সে বলে- আমি কদু পছন্দ করি না এমতাবস্থায় ইমাম ইউছুফ যে বলল "আমি কদু পছন্দ করি না" তাকে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। কারণ, সে নবীজীর পছন্দ ও সুন্নাতকে অপছন্দ করেছে, তদ্রূপ সাদা রংয়ের টুপি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা পরেছেন এবং তা তাঁর পছন্দনীয় ও সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যারা তা অপছন্দ করবে, হেলা-তাচ্ছিল্য ভরে আমল ত্যাগ করবে, তাদেরও উপর ফতোয়া অনুরূপই হবে, যেরূপ কদু অপছন্দকারীর হয়েছে।

উপরোল্লিখিত আলোচনার দ্বারা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, কোন ব্যক্তি যদি সুন্নাত সমূহের কোন একটি সুন্নাতকেও হেলা-তাচ্ছিল্য তথা অবজ্ঞা ভরে দেখে, অপছন্দ কিংবা অস্বীকার করে তাহলে ঐ ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।

আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সুন্নাতের প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান অনুধাবন করা ও এর উপর আমল করার তৌফিক দান করেন। আমিন।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ جَمِيْعًا

فتاوى ربيعة ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া

(৭ম খন্ড)

টুপির বিধান

মহান রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

অর্থাৎ, হে আমার প্রিয় নবী! আপনি বলেদিন যে, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তবে আমার এত্তেবা তথা অনুসরণ কর, তাহলেই মহান আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাজী ক্ষমা করে দিবেন, এজন্য যে, আল্লাহ পাক পরম ক্ষমাশীল ও বড়ই করুণাময়।

আলোচ্য আয়াতে কারীমার আলোকে একথা সুস্পষ্ট যে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি মহাব্বতের সহিত তাঁর এত্তেবা তথা অনুসরণ-অনুকরণই হল প্রকৃত ধর্ম এবং ইসলামী জিন্দেগীর মূল লক্ষ্য। কাজেই সমস্ত বন্দেগী তথা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, টুপি, দাঁড়ি, পাগড়ীসহ ধর্মের প্রত্যেকটা বিধানেই তাঁর পূর্ণ অণুসরণই হলো প্রকৃত ধার্মিক হওয়ার পূর্বশর্ত। কেণনা, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দেওয়া বিধানাবলীতেই রয়েছে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতসহ প্রভৃতি হুকুম। আর টুপি পরিধান করাও হুযুর পাকের সুন্নাত সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। যে বিধান বর্জন কিংবা অস্বীকার করার হুকুম "সুন্নাতের পরিচয়" শীর্ষক আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে।

টুপির পরিচয়

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'টুপি' শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ হিসেবে হাদীস শরীফে যে দু'টি শব্দ ব্যবহার হয়েছে তা হলো-

❍ قَلَنْسُوَةٌ (ক্বালানসুয়াতুন)।

❍ كُمَّةٌ (কুম্মাতুন)।

قَلَنْسُوَةٌ (কালুনসুয়াতুন) শব্দটি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য আরবী অভিধান সমূহে বলা হয়েছে যে, مِنْ مَّلَابِسِ الرَّأْسِ অথবা لِبَاسُ الرُّؤُوْسِ অর্থাৎ, এক প্রকারে মাথার পোষাক। আর كُمَّةٌ (কুম্মাতুন) এর অর্থ হলো- আবরণ, আচ্ছাদন প্রভৃতি। তবে প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য অভিধান বেত্তাদের মতে كُمَّةٌ (কুম্মাতুন) এর অর্থ হলো- اَلْقَلَنْسُوَةُ الْمُدَوَّرَةُ বা اَلْقَلَنْسُوَةُ الصَّغِيْرَةُ অর্থাৎ, গোলটুপি বা ছোট টুপি, যা মাথার সাথে লেগে থাকে।

সাদা টুপি সুন্নাতে রাসূল হওয়ার প্রমাণ

এক্ষণে আমরা লক্ষ্য করব যে, হুযুর কারীম রাউফুর রাহীম আলাইহিস্ সালাতু ওয়াত্ তাসলিম কোন রংয়ের টুপি পরিধান করেছেন। এ বিষয়ে হুযুর পাকের পবিত্র হাদীস সমূহের আলোকে জানা যায় যে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জিন্দেগীর সর্বসময়ই সাদা রঙ্গের টুপি পরিধান করেছেন। এছাড়া অন্যান্য রঙ্গের টুপি, যেমন- সবুজ, কালো, হলুদ, লাল প্রভৃতি রঙ্গের টুপি হুযুর পাক ব্যবহার করেছেন মর্মে সহীহ হাদীসে কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা রংয়ের টুপি পরেছেন মর্মে নিম্নে দলীল উপস্থাপন করা হলো-

❀ ১ নং দলীল ঃ

প্রখ্যাত তাবেয়ী, হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা, ইমামে আযম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন-

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءُ شَامِيَةٌ ○

অর্থাৎ, হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা হযরত আত্বা হতে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেনে যে, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর শাম (সিরিয়া) দেশীয় সাদা রংয়ের টুপি ছিল।

-মুসনাদে ইমাম আযম, কিতাবুল্ লিবাস ওয়ায্ যিনাহ, পৃষ্ঠা-২০৪।

❀ ২ নং দলীলঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ ○

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদা-সর্বদা সাদা রংয়ের টুপি পরতেন।

-শুয়াবুল ইমান, কৃতঃ বায়হাকী, খন্ড-৫ম, পৃষ্ঠা-২১৪৪।

❀ ৩ নং দলীলঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ ○ قال العزيزى: اسناده حسن ○

অর্থাৎ, প্রখ্যাত সাহাবী ইবনে উমর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদায় সাদা রংয়ের টুপি পরিধান করতেন।

-তুহফাতুল আহওয়াজী বিশারহি জামিইত তিরমিযী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮৬।

❀ ৪ নং দলীলঃ

اِبْنُ عَسَاكِرِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ تَحْتَ الْعَمَائِمِ ' وَ بِغَيْرِ الْعَمَائِمِ وَ يَلْبَسُ الْعَمَائِمَ بِغَيْرِ قَلَانِسَ ' وَكَانَ يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ الْيَمَانِيَّةَ ' وَ هُنَّ الْبِيْضُ الْمُضْرَبَةُ ' وَ يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ ذَوَاتِ الْاٰذَانِ فِىْ الْحَرْبِ ' وَكَانَ رُبَّمَا نَزَعَ قَلَنْسُوَتَهٗ فَجَعَلَهَا سُتْرَةً بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُوَ يُصَلِّى ○ الحديث ○

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আসাকির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগড়ীর নিচে টুপি ব্যবহার করতেন এবং পাগড়ী ছাড়াও টুপি ব্যবহার করতেন। আবার টুপি ছাড়াও পাগড়ী পরতেন। আর তিনি ইয়ামান দেশীয় কারুকার্য খচিত সাদা রংয়ের টুপি পরতেন এবং তিনি যুদ্ধের সময় দুইকানওয়ালা টুপি পরতেন। আবার কখনো তাঁর (যুদ্ধের) টুপি খুলে নামাজের সামনে সুতরা বা পর্দা হিসেবে রাখতেন এবং নামাজ পড়তেন।

-তুহ্ফাতুল আহওয়াজী বিশারহি জামিইত্ তিরমিযী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৬

❀ ৫ নং দলীলঃ

كَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ (طب) عن ابن عمر (ح) ○

অর্থাৎ, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা সাদা রংয়ের টুপি পরিধান করতেন। হাদীসটি ইমাম তাবারানী হযরত ইবনে উমর হতে বর্ণনা করেন।

- আল জামিউস্ সাগীর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪০, হাদীস নং-৭১৬৬।

❀ ৬ নং দলীলঃ

كَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ لَاطِئَةً ○ ابن عساكر عن عائشة (ض) ○

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীচু বা মাথার সাথে লেগে থাকে এমন সাদা রংয়ের টুপি সর্বদা ব্যবহার করতেন। হাদীসটি ইবনে আসাকির মা আয়েশা ছিদ্দীকা হতে বর্ণনা করেন।

-আল জামিউস সাগীর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪০, হাদীস নং-৭১৬৭।

❀ ৭ নং দলীলঃ

كَانَ يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ تَحْتَ الْعَمَائِمِ ' وَ بِغَيْرِ الْعَمَائِمِ وَ يَلْبَسُ الْعَمَائِمَ بِغَيْرِ قَلَانِسَ ' وَكَانَ يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ الْيَمَانِيَّةَ ' وَ هُنَّ الْبِيْضُ الْمُضْرَبَةُ ' وَ يَلْبَسُ ذَوَاتِ الْاٰذَانِ فِىْ الْحَرْبِ ' وَكَانَ رُبَّمَا نَزَعَ قَلَنْسُوَتَهٗ فَجَعَلَهَا سُتْرَةً بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُوَ يُصَلِّى وَكَانَ مِنْ خُلُقِهٖ أَنْ يُسَمِّىَ سِلَاحَهٗ وَ دَوَابَّهٗ وَ مَتَاعَهٗ ○ الرويانى و ابن عساكر عن ابن عباس (ض) ○

র্থাৎ, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম টুপি পরতেন পাগড়ীর নিচে এবং পাগড়ী ছাড়াও টুপি পরতেন। আবার টুপি ছাড়াও পাগড়ী পরতেন আর তিনি ইয়ামান দেশীয় সাদা রংয়ের টুপি পরতেন, যা কারুকার্যখচিত এবং তিনি যুদ্ধের সময় কানওয়ালা টুপি পরতেন। আবার কখনো তাঁর (যুদ্ধের) টুপি খুলে নামাজের সামনে সুতরা বা পর্দা হিসেবে রাখতেন এবং নামাজ পড়তেন। আর তাঁর স্বভাব বা নীতির অন্তর্ভূক্ত ছিল স্বীয় যুদ্ধ সরঞ্জাম, প্রচেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তাকে সমুন্নত করা। হাদীসটি রুয়ানী ও ইবনে আসাকির ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) হতে বর্ণনা করেন।

-আল জামিউস সাগীর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪০, হাদীস নং-৭১৬৮।

❀ ৮ নং দলীলঃ

وَرَوَى الْبَيْهَقِىُّ اَيْضًا عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ دَلَّ مَجْمُوْعَ مَا ذُكِرَ عَلٰى اَنَّ الَّذِىْ كَانَ يَلْبَسُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الصَّحَابَةُ تَحْتَ الْعِمَامَةِ هُوَ قَلَنْسُوَةٌ ○

অর্থাৎ, ইমাম বায়হাকীও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা সাদা রংয়ের টুপি ব্যবহার করতেন। পূর্বালোচিত সকল আলোচনায় প্রমাণিত যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাগণ পাগড়ীর নীচে যা পরিধান করতেন তা হল টুপি।

-আল-হভীলিল ফাতাওয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৯১।

❀ ৯ নং দলীল ঃ

وَرَوَى الطَّبَرَانِىُّ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا: كَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ ○

অর্থাৎ, ইমাম তাবারানী হযরত ইবনে উমর হতে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদাই সাদা রংয়ের টুপি পরতেন।

-মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১০

❀ ১০ নং দলীল ঃ

وَرَوَى الرُّوْيَانِىُّ وَابْنُ عَسَاكِرِ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ تَحْتَ الْعَمَائِمِ وَ بِغَيْرِ الْعَمَائِمِ وَ يَلْبَسُ الْعَمَائِمَ بِغَيْرِ قَلَانِسَ وَكَانَ يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ الْيَمَانِيَّةَ وَ هُنَّ الْبِيْضُ الْمُضَرَبَةُ وَ يَلْبَسُ ذَوَاتِ الْاٰذَانِ فِىُ الْحَرْبِ ○

অর্থাৎ, রুইয়ানী হতে বর্ণিত, হযরত ইবনে আসাকির দ্বয়ীফ সনদে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই হুযুর করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াত্ তাসলিম পাগড়ীর নিচে টুপি পরতেন এবং পাগড়ী ছাড়াও টুপি পরতেন। আবার (কখনো) টুপি ছাড়াও পাগড়ী পরতেন। আর তিনি ইয়ামান দেশীয় সাদা রংয়ের টুপি পরিধান করতেন, যা কারুকার্যখচিত এবং তিনি যুদ্ধের সময় দুইকানওয়ালা টুপিও পরতেন।

-মিরকাত শরহে মিশকাত, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১০।

❀ ১১ নং দলীল ঃ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ ○

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিন্দেগীর সর্বসময় সাদা টুপি পরিধান করতেন।

-হাশীয়ায়ে মুসনাদে ইমাম আযম, পৃষ্ঠা-২০৪।

❀ ১২ নং দলীলঃ

اِبْنُ عَسَاكِرِ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ لَهٗ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ لَاطِئَةً ○

অর্থাৎ, ইবনে আসাকির হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাদা রংয়ের এমন

টুপি ছিল, যা তাঁর মাথা মোবারকের সাথে লেগে থাকত।

-হাশীয়ায়ে মুসনাদে ইমাম আযম, পৃষ্ঠা-২০৪।

❀ ১৩ নং দলীল ঃ

كَانَ يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ تَحْتَ الْعَمَائِمِ وَ بِغَيْرِ الْعَمَائِمِ وَ يَلْبَسُ الْعَمَائِمَ بِغَيْرِ قَلَانِسَ وَكَانَ يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ الْيَمَانِيَّةَ وَ هُنَّ الْبِيْضُ الْمُضَرَبَةُ وَ يَلْبَسُ ذَوَاتِ الْاٰذَانِ فِىُ الْحَرْبِ ○

অর্থাৎ, নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগড়ীর নিচে টুপি ব্যবহার করতেন এবং পাগড়ী ছাড়াও টুপি ব্যবহার করতেন। আবার কখনো টুপি ছাড়াও পাগড়ী ব্যবহার করতেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে টুপি ব্যবহার করতেন তা ইয়ামান দেশের সাদা রং বিশিষ্ট ও কারুকার্য খচিত। আর তিনি যুদ্ধের সময় কানওয়ালা টুপি ব্যবহার করতেন।

-হাশীয়ায়ে মুসনাদে ইমাম আযম, পৃষ্ঠা-২০৪।

❀ ১৪ নং দলীলঃ

وَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهٗ كُمَّةٌ بَيْضَاءُ رَوَاهُ الدِّمْيَاطِىُّ ○

অর্থাৎ, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাদা রংয়ের গোল টুপি ছিল।

-আল-মাওয়াহেবুল লাদুনিয়াহ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৬।

❀ ১৫ নং দলীলঃ

وَرَوَى الدِّمْيَاطِىُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمَّةٌ بَيْضَاءُ بُطْحَاءُ ○

অর্থাৎ, দিমইয়াত্বী হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মাথা মোবারকের সাথে লেগে থাকে এমন সাদা রংয়ের গোল টুপি ছিল।

- সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৫।

❀ ১৬ নং দলীলঃ

عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ الْبَيْضَ وَ الْمَزْرُوْرَاتِ وَ ذَوَاتِ الْاٰذَانِ ○

অর্থাৎ, হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা (ইমাম যাইনুল আবেদীন) হতে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা রংয়ের টুপি, বোতামওয়ালা টুপি, কানওয়ালা টুপি ব্যবহার করতেন।

-সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৫।

❀ ১৭ নং দলীলঃ

رَوَى اَبُوْ يَعْلٰى وَ اَبُوْ الشَّيْخِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ ○

অর্থাৎ, হযরত আবু ইয়া'লা এবং আবু শায়খ হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা সাদা রংয়ের টুপি পরিধান করতেন।

-সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৪।

❀ ১৮ নং দলীলঃ

وَرَوَى أَبُوْ عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ فِىْ الْمَعْرِفَةِ عَنْ فَرْقَدَ رَجُلٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُم قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءُ وَ فِىْ رِوَايَةٍ وَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○

অর্থাৎ, হযরত আলী ইবনে আস্সাকান আল- মারেফা গ্রন্থে ফারক্বাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম হতে বর্ণনা করেন। যিনি সাহাবাগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে খাবার গ্রহণ করছিলাম এ অবস্থায় দেখলাম যে, তাঁর মাথা মোবারকে সাদা রংয়ের একটি টুপি রয়েছে। অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহার করছিলাম।

-সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৪।

❀ ১৯ নং দলীলঃ

وَرَوَى أَبُوْ الشَّيْخِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءُ شَامِيَّةٌ ○

অর্থাৎ, আবু শায়খ হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহুমা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে শাম (সিরিয়া) দেশীয় সাদা রংয়ের টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

-সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৪।

❀ ২০ নং দলীলঃ

وَرَوَى عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءُ يَلْبَسُهَا ○

অর্থাৎ,হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাদা রংয়ের টুপি ছিল। যা তিনি পরতেন।

-সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৪।

❀ ২১নং দলীলঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ قَلَانِسَ: قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءُ مِصْرِيَّةٌ وَ قَلَنْسُوَةٌ بُرْدٌ حِبَرَةٌ وَ قَلَنْسُوَةٌ ذَاتِ آذَانٍ يَلْبَسُهَا فِىْ السَّفَرِ رُبَّمَا وَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِذَا صَلَّى ○

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর তিন ধরণের টুপি ছিল। যথা-

১. সাদা মিশরীয় টুপি।

২. ইয়ামানী ডুরাকাটা বা নকশাদার কাপড় দ্বারা তৈরী টুপি,

৩. কানওয়ালা টুপি, যা তিনি ভ্রমণরত অবস্থায় পরতেন এবং যখন নামাজ পরতেন। তা খুলে সামনে রেখে দিতেন।

-সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৪।

❀ ২২ নং দলীলঃ

وَرَوَى اِبْنُ عَسَاكِرِ بِسَنَدِ ضَعِيْفٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ كُمَّةً بَيْضَاءَ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا ○

অর্থাৎ,হযরত ইবনে আসাকির হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে দ্বয়ীফ সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা সাদা রংয়ের গোল টুপি পরিধান করতেন। অনুরূপ হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাও বর্ণনা করেছেন।

-সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৫।

❀ ২৩ নং দলীলঃ

وَرَوَى الطَّبَرَانِىُّ وَ اِبْنُ عَسَاكِرِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ كُمَّةً بَيْضَاءَ ○

অর্থাৎ,হযরত ইমাম তাবারানী ও ইবনে আসাকির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা গোল টুপি পরিধান করতেন।

-সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮৫।

❀ ২৪ নং দলীল ঃ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ ○

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা টুপি পরতেন।

- মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১১

❀ ২৫ নং দলীলঃ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمَّةً بَيْضَاءَ ○

অর্থাৎ, হযরত ইবনে উমর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা গোল টুপি পরতেন।

- মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১১

❀ ২৬ নং দলীলঃ

اورعمامہ کے نیچے سر مبارک سے چمٹی ہوئی ٹوپی ہوتی تھی ○ یہ ٹوپی سر سے پست و پیوست تھی بلند نہ تھی ○ طاقیہ (جسے آج کل کلاہ کہتے ہیں) کی مانند اور حضور کی ٹوپی سفید تھی ○

অর্থাৎ, আর পাগড়ীর নিচে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা মোবারকের সাথে লেগে থাকার মত টুপি ছিল ও টুপি মাথা মোবারকের সাথে আঁটসাঁট হয়ে লেগে থাকত। বেশী বড় ছিলনা। যা সাধারণ টুপির মতই। আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর টুপি ছিল সাদা রংয়ের।

-মাদারেজুন নবুওয়াত (উর্দূ সংস্করণ), ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৮৭।

উপরোক্ত প্রমাণাদীর ভিত্তিতে একথা পরিষ্কার হলো যে, নবী করিম রাউফুর রাহীম আলাইহিস্ সালাতু ওয়াত্তাসলিম সর্বদা সাদা রংয়ের টুপি পরিধান করতেন। এছাড়াও উল্লেখিত হাদীস সমূহসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের পর্যালোচনা মোতাবেক জানা যায় যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবিশেষ সময়ে বিভিন্ন কারণে যেমন- ভ্রমণ, শীত, যুদ্ধে প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে কানওয়ালা টুপি, বোতামওয়ালা টুপি, চামড়ার ছিদ্রওয়ালা টুপি ও বুরনুস টুপি ব্যবহার করতেন।

সাহাবায়ে কিরামগণের টুপি পরিধান

❀ ২৭ নং দলীলঃ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ضِرَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى الْخَلَاءَ ثُمَّ خَرَجَ وَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءُ مَزْرُوْرَةٌ فَمَسَحَ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ وَ عَلٰى جَوْرَبَيْنِ لَهٗ مِرْعَزًا أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى قَالَ السَّوْرِىُّ وَ الْقَلَنْسُوَةُ بِمَنْزِلَةِ الْعِمَامَةِ ○

অর্থাৎ, সাঈদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে দ্বিরার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি হযরত আনাস বিন মালেককে টয়লেটে আসতে দেখলাম। অতঃপর তিনি বের হলেন আর তাঁর মাথায় ছিল বোতামওয়ালা সাদা টুপি। অতঃপর তিনি টুপির উপর মাসেহ করলেন এবং দুই মোজার ওপরও, যে মোজাদ্বয় ছিল কাল এবং বকরীর পশমের তৈরী। ইমাম ছাওরী বলেন যে, এ টুপিটি ছিল পাগড়ীর স্থলে।

- মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৯০।

❀ ২৮ নং দলীলঃ

عَنْ اَبِىْ يَزِيْدَ الطَّحَانِ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِالْبَصْرَةِ وَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءُ مُضْرَبَةٌ ○

অর্থাৎ, আবু ইয়াজিদ আত্-ত্বহান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি বসরায় হযরত আনাস বিন মালেককে দেখলাম যে, তার মাথায় সাদা রংয়ের কারুকার্যখচিত একটি টুপি রয়েছে।

-আল- হাভীলিল ফাতাওয়া, পৃষ্ঠা-৯২।

❀ ২৯ নং দলীলঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلٰى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنَ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ مِصْرِيَّةً ○

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি আলী ইবনে হুসাইনকে সাদা মিশরী টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯১

❀ ৩০নং দলীলঃ

وَ عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ قَالَ : كَانَ كِمَامُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُطْحًا رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُّنْكَرٌ ○

অর্থাৎ, হযরত আবু কাবশা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণের টুপি ছিল গোল, যা মাথার সাথে লেগে থাকত। আর ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি 'মুনকার'।

- তিরমিযী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩০৮; মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৩৭৪

উল্লেখিত হাদীস শরীফগুলো সাহাবায়ে কেরামগণের টুপি পরা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তাঁরা সাদা রংয়ের টুপি পরতেন। আর সর্বশেষ হাদীস শরীফটিতে বলা হয়েছে- সাহাবাগণ এমন টুপি পরিধান করতেন যা গোল এবং মাথার সাথে লেগে থাকত। তবে সর্বশেষ হাদীসটি সম্বন্ধে ইমাম তিরমিযীর মন্তব্য হল হাদীসটি মুনকার।

আর যেহেতু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা সাদা রংয়ের টুপি পরতেন এবং সাহাবায়ে কিরাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে

সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন এমনকি স্বীয় জানের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন এবং পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করতেন, সেহেতু তাঁরাও নবী পাকের অনুরূপ টুপিই পরতেন, যা কতেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল।

পরিশেষে, তিক্ত হলেও বাস্তব সত্য হলো- বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কতেক আলেম ও কতেক দরবার রয়েছে যারা নিজস্ব সিলেবাস বা মতবাদ অনুযায়ী আপন-আপন দরবার কেন্দ্রীক টুপির রং ও ধরণ তৈরী করে ব্যবহার করে থাকনে। স্মরণ রাখা দরকার যে, মুমিনের জীবন নবী কেন্দ্রীক। কাজেই বিভিন্ন রংয়ের টুপি যদিও নাজায়েজ নয়, তথাপিও নবী পাকের উম্মত ও প্রেমিক হিসেবে নবীজী যে ধরনের টুপি ব্যবহার করেছেন তাই ব্যবহার করা কর্তব্য। উপরন্তু, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান- مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ অর্থাৎ, যে যেই সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রাখবে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে। হুযুর পাকের দলের অন্তর্ভূক্ত হিসেবে তাঁর সাথেই সাদৃশ্য রাখা ঈমানী পরিচয়। সুতরাং হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ধরণের টুপি ও পোষাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করেছেন এর উপর আমল করাই মুসলিম জিন্দেগীর ইসলামী দাবী বা কর্তব্য।

উল্লেখ্য যে, বাস্তবতাকে এড়ানোর জন্য পরিকল্পিত অনেক যুক্তি-তর্ক করে সময় নষ্ট করা যায়, লেখা-লেখিও করা যায়, কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে সত্য দাফন হয়না বরং সত্যই থেকে যায়। যুগে-যুগে সত্য বিষয় দাফন করার জন্য বিষয় ও লেখনির উপর বিরোদ্ধ মতালম্বীদের অপপ্রতিবাদমূলক বক্তব্য ও লিখনী ছাফা হয়েছে। এ যুগেও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এজাতীয় ফিতনা হতে হিফাজত করে কুরআন-সুন্নাহর পথে ও মতে চলার তৌফিক দান করুন। আমিন।

فتاوى ربيعة ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া

(৮ম খন্ড)

পাগড়ীর বিধান

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়া'লা ইরশাদ করেন- مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পায়রবী বা অনুসরণ করল, নিশ্চয়ই সে আল্লাহরই আনুগত্য বা অনুসরণ করল। অপরদিকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ অর্থাৎ, যে আমার অনুসরণ করল, সে যেন আল্লাহরই অনুসরণ করল।

উক্ত বাণীদ্বয়ের মর্মে প্রমাণ হলো যে, হুযুর পাকের ফরমান, বিধান ও অনুসরণ মূলতঃ আল্লাহরই ফরমান, বিধান ও অনুসরণ। তাই টুপি ব্যবহারের ক্ষেত্রে টুপি সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হওয়ায় আমরা নবী পাকের অনুসরণ মোতাবেক সাদা টুপি ব্যবহার করি। তেমনি পাগড়ী ব্যবহার করারও সুন্নাতে রাসূল। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ধরনের এবং যে রংয়ের পাগড়ী ব্যবহার করেছেন, তা আমল করা হুযুর পাকের অনুসরণ ও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম। টুপি ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সাদা টুপিই সুন্নাতে রাসূল, সুন্নাতে সাহাবা ও সুন্নাতে তাবেয়ী। কিন্তু পাগড়ী ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য করলে রংয়ের দিক থেকে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যেমন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কালো পাগড়ী, কখনও সাদা পাগড়ী, কখনো যাফরানী, আবার কখনো হলুদ, কখনো ছাই রংয়ের পাগড়ী ব্যবহার করেছেন।

মূলতঃ টুপির দলিলাদির চেয়েও পাগড়ীর দলীল বেশী রয়েছে। তাই হুযুর পাকের পাগড়ী ব্যবহারের প্রসিদ্ধ দলীলগুলো হতে নিম্নে কিছু উপস্থাপন করে লেখনী সংক্ষিপ্ত করলাম।

পাগড়ীর দলিল

❀ ১ নং দলীলঃ

হযরত আবু জুবাইর হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন যখন

(তথায়) প্রবেশ করলেন এ অবস্থায় তার মাথা মোবারকে কালো রংয়ের পাগড়ী ছিল।

-মুসলিম শরীফ, কিতাবুল হজ্জ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৩।

❀ ২ নং দলীলঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَ قَالَ قُتَيْبَةُ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ ○

অর্থাৎ, হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করলেন। আর কুতাইবাহ বলেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন যখন প্রবেশ করলেন এমতাবস্থায় তাঁর মাথা মোবারকে কালো রংয়ের পাগড়ী ছিল এবং তিনি তখন মুহরিম ছিলেন না বা ইহরাম বাঁধেন নাই।

-মুসলিম শরীফ, কিতাবুল হজ্জ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৩।

❀ ৩ নং দলীলঃ

عَنْ جَعْفَرَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ○

অর্থাৎ, হযরত জাফর বিন আমর বিন হুরাইস হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন- নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আর এমতাবস্থায় তাঁর মাথা মোবারকে কালো রংয়ের পাগড়ী ছিল।

-মুসলিম শরীফ, কিতাবুল হজ্জ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৩।

❀ ৪ নং দলীলঃ

فِىْ رِوَايَةِ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ اَرْخٰى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَ لَمْ يَقُلْ اَبُوْ بَكْرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ ○

অর্থাৎ, হযরত হুলওয়ানী বর্ণনা করেন যে, আমি জাফর বিন আমর

বিন হুরাইস হতে শুনেছি, তিনি তাঁর পিতা হতে। তিনি বলেন- (আমার মনে হচ্ছে) যেন আমি (তখনো) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি মিম্বরের উপর (দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন)। আর এঅবস্থায় তাঁর মাথা মোবারকে ছিল কালো রংয়ের পাগড়ী। যার প্রান্তদ্বয় তাঁর কাঁধের মাঝে নামিয়ে দিয়েছেন। আর আবু বকর (বর্ণনা করতে গিয়ে) মিম্বরের উপর শব্দটি বলেননি।

-মুসলিম শরীফ, কিতাবুল হজ্জ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৩।

❀ ৫ নং দলীলঃ

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ○

অর্থাৎ, হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয়ই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মক্কা) বিজয়ের সময় মক্কায় প্রবেশ করেন, এমতাবস্থায় যে, তাঁর মাথা মোবারকে কালো রংয়ের পাগড়ী ছিল।

-আবু দাউদ শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৬৩।

❀ ৬ নং দলীলঃ

عَنْ جَعْفَرَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ اَرْخٰى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ ○

অর্থাৎ, হযরত জাফর বিন আমর বিন হুরাইস হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- আমি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মিম্বরের উপর এমতাবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর মাথা মোবারকে কাল রংয়ের পাগড়ী ছিল। যার প্রান্তদ্বয় তাঁর দুই কাঁধের মাঝে ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

- আবু দাউদ শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৬৩।

❀ ৭ নং দলীলঃ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ○

অর্থাৎ, হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন কালো রংয়ের পাগড়ী পরি-

হিত অবস্থায় তথায় (মক্কায়) প্রবেশ করেন।

- জামিউত্ তিরমিযী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৪; শামায়েল তিরমিযী, পৃষ্ঠা-০৮

❀ ৮ নং দলীলঃ

عَنْ جَعْفَرَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ○

অর্থাৎ, হযরত জাফর বিন আমর বিন হুরাইস তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মাথা মোবারকে কালো পাগড়ী দেখেছি।

- শামায়েলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা-৮।

❀ ৯ নং দলীলঃ

عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ○

অর্থাৎ, হযরত আবু যুবাইর হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মক্কা) বিজয়ের দিন কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় (তথায়) প্রবেশ করেন।

- নাসাঈ শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৯।

❀ ১০ নং দলীলঃ

عَنْ جَعْفَرَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ○

হযরত জাফর ইবনে আমর ইবনে হুরাইস হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় জনতার মাঝে নসীহত প্রদান করেছেন।

- শামায়েলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা-৮।

❀ ১১ নং দলীলঃ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ○

অর্থাৎ, হযরত জাবের হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মক্কা) বিজয়ের দিন (তথায়) কালো পাগড়ী পরে প্রবেশ করেন।

- ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-২৬৪।

❀ ১২ নং দলীলঃ

عَنْ جَعْفَرَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ○

অর্থাৎ, হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমর ইবনে হুরাইস হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মিম্বরের উপর ভাষন দিতে দেখেছি।

- ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-২৬৪।

❀ ১৩ নং দলীলঃ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ○

অর্থাৎ, হযরত ইবনে উমর হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন তথায় প্রবেশ করলেন, এ অবস্থায় যে, তাঁর মাথা মোবারকে কালো রংয়ের পাগড়ী ছিল।

- ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-২৬৪।

❀ ১৪ নং দলীলঃ

عَنْ جَعْفَرَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ○ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِىْ الصَّحِيْحِ عَنْ يَّحْيٰى بْنِ يَحْيٰى ○

অর্থাৎ, হযরত জাফর বিন আমর বিন হুরাইস তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় লোকজনের সামনে ভাষণ দিয়েছেন। হাদীসটি ইমাম মুসলিম স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া হতে বর্ণনা করেন।

- আস্-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪৬।

❀ ১৫ নং দলীলঃ

عَنْ جَعْفَرَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ اَرْخٰى طَرَفُهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ ○ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِىْ الصَّحِيْحِ ○

অর্থাৎ, হযরত জাফর বিন আমর বিন হুরাইস তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মিম্বরের উপর কালো পাগড়ী পরা অবস্থায় দেখলাম, যার একটি প্রান্ত তাঁর দুই কাঁধের মাঝে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর আস-সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন।

- আস্-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪৬।

❀ ১৬ নং দলীলঃ

عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ○ رَوَاهُ الْمُسْلِمُ فِىْ الصَّحِيْحِ ○

অর্থাৎ, আবু জুবাইর হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন তথায় প্রবেশ করেন কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায়। (মুসলিম হতে বর্ণিত)।

- আস্-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪৬।

❀ ১৭ নং দলীলঃ

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَ قَدْ اَرْخٰى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ○

অর্থাৎ, হযরত আমর বিন হুরাইস হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমআর দিন খুৎবাহ পড়তেছিলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর মাথা মোবারকে কালো রংয়ের পাগড়ী ছিল। যার দুই প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝে ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

- মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-১২৩।

❀ ১৮ নং দলীলঃ

عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً بِبُخَارٰى عَلٰى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ خَزٌّ سَوْدَاءُ فَقَالَ كَسَانِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ তাঁর পিতা সাদ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- আমি বুখারায় এক ব্যক্তিকে একটি সাদা খচ্চরের উপর আরোহিত অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর মাথায় কালো রংয়ের তুলার পাগড়ী ছিল। আর তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাগড়ীটি পরিয়ে দিয়েছেন।

- আবু দাউদ শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৫৯।

❀ ১৯ নং দলীলঃ

প্রখ্যাত তাবেয়ী মিলহান ইবনে সাওবান বলেন-

كَانَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ عَلَيْنَا بِالْكُوْفَةِ وَ كَانَ يَخْطُبُنَا كُلَّ جُمُعَةٍ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ○

অর্থাৎ, (খলিফা উমর ইবনে খাত্তাবের সময়) আম্মার বিন ইয়াসার এক বছরের জন্য কুফায় আমাদের গভর্ণর ছিলেন। তিনি প্রতি শুক্রবারে জুমআর সালাতে একটি কাল পাগড়ী পরে আমাদেরকে খুতবা প্রদান করতেন।

- আস্-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪৬।

❀ ২০ নং দলীলঃ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَنْبَأَ لُؤْلُؤَةٌ قَالَ رَأَيْتُ عَلٰى اِبْنِ عُمَرَ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ

অর্থাৎ, উছমান বিন উমর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আমাকে আবু লুলুয়াহ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বলেন- আমি ইবনে উমরকে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

- আস্-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪৭।

❀ ২১ নং দলীলঃ

وَرَوَى الْحَاكِمُ وَ الطَّبَرَانِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ مَصْبُوْغَيْنِ بِزَعْفَرَانَ: رِدَاءٌ وَّ عِمَامَةٌ ○

অর্থাৎ, হাকীম ও তাবারানী আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহুমা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাফরান দ্বারা রং করা দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাই। (একটি হল-) চাঁদর, (অপরটি) পাগড়ী।

- সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৩; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, ৫ম খন্ড।

❀ ২২ নং দলীল ঃ

وَرَوٰى اِبْنُ سَعْدٍ عَنْ يَّحْيٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ مُّرْسَلاً قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبَغُ ثِيَابَهٗ كُلَّهَا بِالزَّعْفَرَانِ : قَمِيْصَهٗ وَ رِدَائَهٗ وَ عِمَامَتَهٗ ○

অর্থাৎ, ইবনে সা'দ ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক হতে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সকল কাপড়কে যাফরান দ্বারা রং করেছেন। যথা- তাঁর কামীস, চাঁদর ও পাগড়ী।

- সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৩।

❀ ২৩ নং দলীল ঃ

عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبَغُ ثِيَابَهٗ كُلَّهَا بِالزَّعْفَرَانِ حَتَّى الْعِمَامَةِ ○

অর্থাৎ, হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সকল কাপড়কেই যাফরান দ্বারা রং করেছেন। এমনকি পাগড়ীসহ।

- সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৩।

❀ ২৪ নং দলীল ঃ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ قَمِيْصٌ اَصْفَرُ وَ رِدَاءٌ اَصْفَرُ وَ عِمَامَةٌ صَفْرَاءُ ○

অর্থাৎ, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়া'লা

আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে হলুদ জামা, হলুদ চাঁদর এবং হলুদ পাগড়ী পরিধান করে বের হলেন।

- সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৩।

❀ ২৫ নং দলীল ঃ

وَرَوٰى اِبْنُ عَسَاكِرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهٗ بَلَغَهٗ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ نَزَلَتْ يَوْمَ بَدْرٍ عَلَيْهِمْ عَمَائِمُ صُفْرٌ وَ جَاءَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ صَفْرَاءُ ○

অর্থাৎ, ইবনে আসাকির আব্বাদ ইবনে হামযা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর হতে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই তিনি তা পৌঁছিয়েছেন যে, বদর যুদ্ধের দিন ফেরেশতারা হলুদ পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় অবতরণ করেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও এ অবস্থায় আসলেন যে, তাঁর মাথা মোবারকেও হলুদ রংয়ের পাগড়ী ছিল।

- সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৩।

❀ ২৬ নং দলীল ঃ

وَقَالَ الْحَافِظُ اَبُوْ الْخَيْرِ السَّخَاوِىُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ فَتَاوِيْهِ : رَأَيْتُ مِنْ نَّسَبٍ لِّعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا أَنَّ عِمَامَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ السَّفَرِ كَانَتْ بَيْضَاءُ وَ الْحَضَرِ كَانَتْ سَوْدَاءُ وَ كُلٌّ مِنْهُمَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ ○ قَالَ السَّخَاوِىُّ : وَ هٰذَا شَىْءٌ مَّا عَلِمْنَاهُ ○

অর্থাৎ, হাফিজ আবুল খায়ের সাখাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু স্বীয় ফাতাওয়ায় বলেন যে, আমি আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহার এক বর্ণনায় পেলাম যে, নিশ্চয়ই রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরকালীন অবস্থায় সাদা পাগড়ী এবং মুক্বীম অবস্থায় কালো রংয়ের পাগড়ী পরিধান করতেন। আর উভয়টির দৈর্ঘ্যই ছিল ৭ হাত বা গজ।

ইমাম সাখাবী বলেন, এর অন্য রাবীদের অবস্থা সম্বন্ধে আমার জানা নেই।

- সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৬; যারকানী শরীফ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-২৫৭।

❀ ২৭ নং দলীল ঃ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ عِمَامَةً بَيْضَاءَ قَدْ اَرْخٰى طَرَفَهَا وَ لَمْ يُرْسِلْهُ ○

অর্থাৎ, হযরত হাসান ইবনে সালেহ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- আমি হযরত শা'বীকে সাদা পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখেছি, যার একটি প্রান্ত ঝুলিয়ে দিয়েছেন, তবে তা পৌঁছেনি।

- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১১।

❀ ২৮ নং দলীল ঃ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلٰى سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عِمَامَةً بَيْضَاءَ ○

অর্থাৎ, হযরত ইসমাইল ইবনে আব্দুল মালেক বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি সাঈদ ইবনে যুবাইরকে সাদা পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১১।

❀ ২৯ নং দলীল ঃ

عَنْ جَعْفَرَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِمَامَةً حَرْقَانِيَّةً ○

অর্থাৎ, হযরত জাফর ইবনে আমর ইবনে হুরাইস তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছাই রংয়ের পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

- নাসাঈ শরীফ, কিতাবুয্ যিনাত।

উল্লেখিত দলীলাদির মর্মে প্রমাণ হলো যে, কালো, সাদা, হলুদ, যাফরান, ও ছাই রংয়ের পাগড়ী ব্যবহার করা সুন্নাতে রাসূল, সুন্নাতে সাহাবা ও সুন্নাতে তাবেয়ী। এতদবিভন্নও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রংয়ের যেমন- কালো, সাদা, যাফরান, হলুদ ও সবুজ প্রভৃতি রংয়ের পাগড়ীর ব্যবহারও ছিল।

পাগড়ীর ব্যবহার বিধি

পাগড়ী ব্যহারের ধরাবাঁধা সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। তবে যুগের ধর্ম বিশেষজ্ঞগণ কোরআন- সুন্নাহর আলোকে পাগড়ী ব্যবহারের কতেক নিয়ম বর্ণনা

করেছেন। তা নিম্নে আলোকপাত করা হল।

❑ বিভিন্ন রংয়ের পাগড়ী পরা সুন্নাত। এর মধ্যে পাগড়ীর রং কালো হওয়া উত্তম। যেহেতু, এর ব্যবহার বেশী ছিল।

❑ পাগড়ীর পরিমাপঃ

❍ মিরআত শরহে মিশকাত গ্রন্থে বর্ণিত যে, হুযুর পাকের পাগড়ী মোবারকের দৈর্ঘ্য ছিল সাত হাত এবং পাগড়ীর প্রান্ত ছিল এক বিঘত হতে কিছু বেশী।

❍ মাদারিজুন নবুয়াত কিতাবে বর্ণিত যে, পাগড়ীর সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ১৪ হাত এবং সর্বনিম্ন সাত হাত। আর পাগড়ীর প্রান্ত সর্বোচ্চ পিঠের মাঝামাঝি ও সর্বনিম্ন চার আঙ্গুল পরিমাণ।

❍ ইমামে আহলে সুন্নাত, আযীমুল বারাকাত শাহ আহমাদ রেযা-খাঁন ফাযেলে বেরলভী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় কিতাব ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়ায় পাগড়ীর দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কয়েকটি মত উল্লেখ করেছেন। যথা-

১) পাগড়ীর দৈর্ঘ্য সাত হাত কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশী।

২) সর্বোচ্চ বার হাত ও সর্বনিম্ন পাঁচ হাত।

৩) শায়খ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী স্বীয় কিতাব 'রেসালায়ে লিবাস' এর মধ্যে একত্রিশ হাত পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

৪) ওলামায়ে কিরাম ও সাধারণ জনগণের মাঝে যেখানে যেরূপ প্রচলন রয়েছে, সেখানে সেরূপই আমল করবে, এতে শরয়ী কোন ভয় নেই।

❍ এছাড়াও শামায়েলে নববী নামক পুস্তকে বর্ণিত যে, পাগড়ীর প্রস্থ দেড় হাত হওয়া এবং পাগড়ী সুতী কাপড়ের ব্যবহার করা মুস্তাহাব।

❑ উল্লেখ্য যে, পাগড়ী বাঁধার সময় ডান দিক থেকে আরম্ভ করা এবং শিরের উপরিভাগসহ চারদিকে পেঁচিয়ে বাঁধা ও শেষ অংশটি পেছনের দিকে গুঁজে দেওয়া বা ঝুলিয়ে দেওয়া সুন্নাত।

পাগড়ী বাঁধার ফযীলত

পাগড়ী বাঁধার ফযীলত সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

❀ ১ নং হাদীসঃ

وَعَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى اَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ○

অর্থাৎ, হযরত আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ পাক এবং তাঁর ফেরেশতাগণ পাগড়ী ওয়ালাদের প্রতি জুমুআর দিন দয়া ও ক্ষমা দান করেন।

-মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৪, হাদীস নং-৩০৭৫, জামেউল আহাদীস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৪৩।

❀ ২নং হাদীসঃ

صَلٰوةُ تَطَوُّعٍ اَوْ فَرِيْضَةٍ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَّ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً بِلَا عِمَامَةٍ وَّ جُمُعَةٍ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِيْنَ جُمُعَةٍ بِلَا عِمَامَةٍ ○ اِبْنُ عَسَاكِر عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى الله عنه) ○

অর্থাৎ, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- পাগড়ীসহ একওয়াক্ত নফল কিংবা ফরয নামাজ পাগড়ী ছাড়া ২৫ ওয়াক্ত নামাজের মর্তবার সমান হবে। আর পাগড়ীসহ একটি জুমআ পাগড়ী ছাড়া সত্তর জুমআর সমান হবে। হাদীসটি ইবনে আসাকির ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন।

- আল-জামিউস্ সাগীর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১৪, জামিউল আহাদীস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৪৪

❀ ৩ নং হাদীসঃ

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ : اَتَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ مِّنَ الصَّدَقَةِ فَقَسَّمَهَا بَيْنَ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ: (اِعْتَمُّوْا خَالِفُوْا عَلَى الْاُمَمِ قَبْلَكُمْ) هٰذَا مُنْقَطِعٌ ○

অর্থাৎ, হযরত খালিদ বিন মা'দান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছদকায় প্রদত্ত কিছু কাপড় নিয়ে আসলেন, অতঃপর এগুলো তাঁর সাহাবাগণের মাঝে বন্টন করে দিলেন এবং বললেন- তোমরা পাগড়ী পরিধান কর এবং (এর মাধ্যমে) তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি (ইহুদী-নাসারাদের) বিরোধিতা কর (কেননা তারা পাগড়ী পরিধান করে না)।

-শুয়াবুল ঈমান লিলবায়হাকী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৪৪, জামিউল আহাদীস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৪২

❀ ৪ নং হাদীসঃ

عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى بْنِ عَدِىٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ: اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعَا عَلٰى بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فَعَمَّمَهٗ وَ اَرْخٰى عُذْبَةَ الْعِمَامَةِ مِنْ خَلْفِهٖ ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا فَاعْتَمُّوْا: فَاِنَّ الْعِمَامَةَ سِمَاءُ الْاِسْلَامِ وَ هِىَ حَاجِزَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল আলা বিন আদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী ইবনে আবি তালিবকে দোয়া করলেন। অতঃপর তাঁকে পাগড়ী বেঁধে দিলেন এবং পাগড়ীর প্রান্ত তাঁর পিছনে ঝুলিয়ে দিলেন। আর বললেন- তুমি এভাবে পাগড়ী বাঁধবে। (কেননা) নিশ্চয়ই পাগড়ী ইসলামের নিদর্শন এবং মুসলিম ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্যকারী।

-কানযুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৩, জামিউল আহাদীস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৪১

উল্লেখ্য যে, মুসলিম ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী হলো পাগড়ী। আর এর অর্থ এ নয় যে, (মুসলিমদের মাঝে) যারা পাগড়ী ব্যবহার করবে তারাই মুসলিম। আর যারা করে না তারা মুশরিক। বরং এর দ্বারা একথাই বলা হয়েছে যে, মুসলিমরা টুপিসহ পাগড়ী ব্যবহার করে, আর মুশরিকরা তা করে না।

জ্ঞাতব্য যে, পাগড়ীর ফযীলত সংক্রান্ত উপরোক্ত হাদীস সমূহের মধ্যে কতেক হাদীস শরীফকে কিছু কিছু মোহাদ্দেছীনে কেরাম দ্বয়ীফ, মুনকার ও মওদ্বু বা বানোয়াট বলে অভিহিত করেছেন। এক্ষেত্রে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে দ্বয়ীফ, মুনকার ও মওদ্বু সম্পর্কে বিভিন্ন মোহাদ্দেসীনে কেরাম বিভিন্ন ধরণের মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- একটি হাদীস সম্পর্কে এক মোহাদ্দীস বলেছেন যে, হাদীসটি সহীহ, আরেকজন বলেছেন এটি দ্বয়ীফ, আরেকজন বলেছেন মুনকার, আবার অন্যজন মন্তব্য করেছেন হাদীসটি মাওদ্বু। এভাবে একেকজন মোহাদ্দীস একেকটি মতপোষণ করেছেন তাঁদের নিজ নিজ কিতাবে। আর এ একটি হাদীসের উপর বিভিন্ন মতামত সৃষ্টি হয়েছে মোহাদ্দিসগণের গবেষণার তারতম্যের কারণে।

এদিকে নবী দুশমনরা যে সমস্ত হাদীস নবী পাকের শান প্রকাশে

উজ্জল প্রমাণ বহন করছে, ঐ সমস্ত হাদীসকে যা অধিকাংশ মোহাদ্দীসগণ সহীহ বলেছেন, তাঁদের মতকে ব্যক্ত না করে যারা মাওদ্বু তথা বানোয়াট বলেছেন তাদের মতকে উপস্থাপন করে থাকে। এভাবেই অনেক সহীহ দলীলকে বিদআত পন্থীরা দূর্বল ও বানোয়াট বলে হাদীসের আমল থেকে নিরীহ মুসলমানকে বঞ্চিত করে।

আর উল্লেখিত পাগড়ীর ফযীলত সংক্রান্ত বিষয়েও মোহাদ্দীসগণের বিভিন্ন মতামতের মধ্যে তাঁদের সহীহ ও দ্বয়ীফ বর্ণনায় আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হাদীসগুলোই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। যেগুলোকে বেদআত পন্থীরা তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য মোহাদ্দীসগণের সরল ব্যাখ্যাকে স্বীয় পক্ষ অবলম্বনে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে এবং বলে থাকে যে, এটা দুর্বল এটা জাল বা বানোয়াট প্রভৃতি। বাস্তব অর্থে নির্ভরযোগ্য অধিকাংশ মোহাদ্দীসীনে কেরামের মতে যে হাদীসগুলো জাল বা বানোয়াট অথবা দুর্বল ও মুনকার তা অবশ্যই মেনে নিতে হবে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ তাঁর হাবীব মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পথ ও মতে জিন্দেগী করার তৌফিক দান করুন। আমিন! বিহুরমতি সায়্যেদীল মুরসালিন।

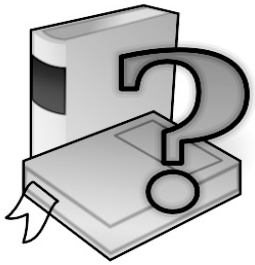

জিজ্ঞাসা ও জওয়াব

আরযঃ টুপির উদ্দেশ্যই হলো মাথা আবৃত করা। সুতরাং যে কোন রংয়ের কাপড় দিয়ে যে কোন আকৃতির টুপি পরিধান করলেই তো সুন্নাত পালন হয়ে যায়, এ নিয়ে সমস্যা কি?

ফরমানঃ টুপির উদ্দেশ্য হল- নবীজীর অনুকরণ করা। সুতরাং নবীজী যে আকৃতির টুপি তৈরী করে মাথা মোবারক আবৃত করেছেন, তাই সুন্নাতে রাসূল। অন্যান্য রংয়ের টুপি জায়েজ বটে কিন্তু সুন্নাতে রাসূল নয়।

আরযঃ শুনেছি টুপি পোষাকের অন্তর্ভূক্ত, তাই নবীজী কালো পোষাক কিংবা পাগড়ী ব্যবহার করেছেন বিধায় টুপিও কালো হবে না কেন?

ফরমানঃ মাথার টুপি থেকে শুরু করে পায়ের জুতা পর্যন্ত সবই পোষাকের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পরেও প্রত্যেকটি পোষাক ব্যবহারের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও ভিন্নভিন্ন আকৃতি রয়েছে এবং ভিন্ন ভিন্ন হুকুমও রয়েছে। যেমন- দেহের কোথাও কাপড় রাখা ফরয, কোথাও সুন্নাত, কোথাও জায়েজ সর্বক্ষেত্রেই একরকম নয়। তাই এক পোষাককে অন্য পোষাকের অন্তর্ভূক্ত বলা ঠিক নয়। এছাড়াও যেখানে হাদীস শরীফের দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণ রয়েছে যে, নবীজী সর্বদায় সাদা রংয়ের টুপি ব্যবহার করেছেন, সে ক্ষেত্রে অন্য কোন পন্থা সন্ধান করার প্রয়োজন নেই।

আরয়ঃ টুপি পাগড়ীর স্থলাভিষিক্ত এর দ্বারাই পাগড়ীর কাজ আদায় হয়ে যায়, কাজেই হুযুর পাক যেহেতু কালো পাগড়ী পরেছেন টুপিও কালো হবে না কেন?

ফরমানঃ প্রথমত, উক্ত দাবী সম্পূর্ণ পরিষ্কার হাদীসের বিপরীত। কারণ, যেখানে বহু সংখ্যক উজ্জল হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত নবীজী সাদা রংয়ের

টুপি ব্যবহার করেছেন। উক্ত অপব্যখ্যা দিয়ে বর্ণিত হাদীস সমূহকে অস্বীকার করা ব্যতীত আর কিছু উদ্দেশ্য নয়।

➲ দ্বিতীয়ত, সাহাবায়ে কিরামের টুপির আলোচনায় ২৭ নং দলীলে উল্লেখ রয়েছে যে, এ টুপিটি অর্থাৎ, সাদা টুপিই পাগড়ীর স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং পাগড়ী কালো হওয়ার কারণে টুপি কালো হওয়ার কোন ইশারা-ইঙ্গীত হাদীসে নেই।

➲ তৃতীয়ত, পাগড়ীর স্থলাভিষিক্ত টুপি, এ হিসেবে নবীজীর পাগড়ী কালো, তাই টুপিও যদি পাগড়ীর রংয়ে কালো হতে হয়, তাহলে-

*পাগড়ী ৫ হাত থেকে ৩১ হাত পর্যন্ত দৈর্ঘ্য হয়, তাই টুপিও অনুরূপ হওয়া দরকার।

* পাগড়ী প্রস্থে আড়াই হাত হয়, টুপিও অনুরূপ হওয়া দরকার।

* পাগড়ীর পিছনে ১ বিঘত থেকে ১ হাত পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়। টুপির পিছনেও অনুরূপ অতিরিক্ত কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া দরকার। অথচ, টুপি পাগড়ীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় পাগড়ীর ঐ সমস্ত অবস্থার কোনটিই টুপির মধ্যে নেই। সুতরাং ইমাম ছাওরীর মতে পাগড়ীর অবর্তমানে এর সুন্নাতটি টুপির মাধ্যমেও আদায় হয়ে থাকে।

আরযঃ অনেকেই عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ (কালো পাগড়ী) কে قَلَنْسُوَةٌ سَوْدَاءُ (কালো টুপি) বলে ব্যাখ্যা করছে। আসলেই কি তা সঠিক? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

ফরমানঃ এ ব্যাপারে কথা হলো-

➢ প্রথমত, عِمَامَةٌ (পাগড়ী) এবং قَلَنْسُوَةٌ (টুপি) উভয়টিই মাথায় পরিধানের কাপড়। যেমন- জামা ও চাঁদর উভয়টিই শরীর আবৃত করার কাপড়। তাই বলে জামাকে চাঁদর ও চাঁদরকে জামা বলা বোকামী ছাড়া কিছুই নয়।

➢ দ্বিতীয়ত, গ্রহণযোগ্য সকল আরবী অভিধানেই عِمَامَةٌ অর্থ পাগড়ী এবং قَلَنْسُوَةٌ অর্থ টুপি করা হয়েছে। আর পাগড়ীর পিছনে عُذْبَةٌ কিংবা شُمْلَةٌ (ঝুলন্ত কাপড়) থাকবে কিন্তু টুপির পিছনে তা থাকার প্রশ্নই উঠে না।

➢ তৃতীয়ত, হাদীস বিশেষজ্ঞরা এবং আরবী ভাষাবিদদের কেহই عِمَامَةٌ (পাগড়ী) কে قَلَنْسُوَةٌ (টুপি) অর্থে ব্যবহার করেননি, বরং দুইটা দুই অর্থে

ব্যবহার হয়েছে। তদুপরি স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- فَرْقُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ অর্থাৎ, আমাদের ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য হল টুপির উপরে পাগড়ী পরা। যদি عِمَامَةٌ (পাগড়ী)ই قَلَنْسُوَةٌ (টুপি) হত, তবে হুযুর পাকের এ পবিত্র বাণীর অর্থ কি হবে? আর যদি عِمَامَةٌ দ্বারা টুপিই বুঝানো হত, তাহলে এ হাদীসের অর্থ টুপির উপর টুপি পরা হবে। যা নিতান্তই হাস্যকর এবং সুন্নাতের প্রতি অবহেলা।

তদুপরী যেখানে হাদীস শরীফে টুপি ও পাগড়ীর আলাদা আলাদা হাদীস ও আলাদা আলাদা অধ্যায় রয়েছে (যেমন, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, মুসান্নাফে ইবনে আবী শইবাহ, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ পুস্তকে), এ অবস্থায় পাগড়ীকে টুপি হিসেবে অপব্যাখ্যা করা রাত্রকে দিন কিংবা দিনকে রাত্র বলার মতই মূর্খতা ও সত্যকে গ্রহণ না করারই অপকৌশল মাত্র।

আরযঃ قَلَنْسُوَةٌ بُرْدٌ حِبَرَةٌ এর প্রকৃত অর্থ কি? অনেকেই এর দ্বারা কালো টুপি বলে ব্যাখ্যা করতে চায়, তা কতটুকু যথার্থ?

ফরমানঃ সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদসহ কিছু হাদীস গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবীজীর তিনটি টুপি ছিল। যথা-

১) সাদা মিশরী টুপি (আবার অন্যান্য হাদীসে مِصْرِيَّةٌ তথা মিশরী এর স্থলে مُضْرَبَةٌ তথা নকশাদার বা কারুকার্যখচিত কথাটিও রয়েছে),

২) بُرْدٌ حِبَرَةٌ তথা ইয়ামানী নকশাদার চাঁদরের তৈরী টুপি এবং

৩) কানওয়ালা টুপি।

এখানে কানওয়ালা টুপি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি তা নামাজ অবস্থায় খুলে রাখতেন, সফরকালীন সময়ে পরতেন। যাতে বুঝা যায় এটি তিনি টুপি হিসেবে পরেননি। শীত কিংবা সফরের জন্য পরেছেন।

আর بُرْدٌ শব্দের অর্থ হল চাঁদর এবং حِبَرَةٌ এর অর্থ হল নকশাদার বা কারুকার্য বিশিষ্ট। সাধারণতঃ ইয়ামানী নকশাদার কাপড়কেই حِبَرَةٌ বলা হয়। অতএব, بُرْدٌ حِبَرَةٌ এর অর্থ হবে ইয়ামানী নকশাদার চাঁদর। আর এ চাঁদরটি বিভিন্ন রংয়ের হতে পারে। অভিধানে যা সাদা, সবুজ, লাল ও কালো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানের যে নকশাদার বা কারুকার্যখচিত টুপিটি পরেছেন তা কোন রংয়ের ছিল এ ব্যাপারে

মিরকাত শরহে মিশকাত, আল-জামিউস সাগির, তুহফাতুল আহওয়াযীসহ আরো অনেক কিতাবে স্বয়ং ইবনে আব্বাস নিজেই বর্ণনা করেন যে, নবীজী ইয়ামান দেশের নকশাদার বা কারুকার্যখচিত যে টুপিটি পরিধান করেছেন, তা ছিল সাদা রংয়ের।

সুতরাং প্রমাণিত হল بُرْدٌ حِبَرَةٌ দ্বারা এখানে কালো নয় বরং সাদাই বুঝানো হয়েছে। এছাড়াও কালো টুপি পরে নামাজ পড়া যাবে কিনা এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যদি بُرْدٌ حِبَرَةٌ অর্থ কালো টুপিই হয়, তাহলে হুজুর পাকের পরিহিত টুপি নিয়ে উলামাগণ মতবিরোধ করতেন না। সুতরাং এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সত্য কথাটি মেনে নেওয়াই হবে ঈমানদারগণের কাজ।

আপত্তি হতে পারে যে, প্রথমটি যেহেতু সাদা টুপির কথা বলা হয়েছে, দ্বিতীয়টি কালোই হওয়ার কথা। তাহলে আমাদের কথা হলো, কালো না হয়ে অন্য রং কেন হবে না? অভিধানে তো অন্যান্য রংয়ের কথাও উল্লেখ রয়েছে। আর দ্বিতীয়টি কালো হতে হলে তৃতীয়টিরই বা রং নির্ণয় কেন করা যাবে না? সুতরাং এ সকল কথা ভিত্তিহীন। বরং তিনটি টুপির মধ্যে প্রথমটির রং সাদা, দ্বিতীয়টি বিভিন্ন রংয়ের চাঁদর হতে সাদা রংয়ের চাঁদর দ্বারা তৈরী টুপি নবীজী ব্যবহার করেছেন মর্মে ব্যাখ্যা স্বরূপ হাদীসেই বর্ণনা রয়েছে। অন্যথায় হাদীসে রাবীসহ নবীজী কালো রংয়ের টুপি ব্যবহার করেছেন বলে পরিষ্কার হাদীসও থাকত। অথবা যে শব্দ বিভিন্ন অর্থের সাথে সম্পর্ক রাখে না এমন স্বতন্ত্র শব্দ سَوْدَاءُ (কালো) রং উল্লেখ করেই নবীজী কালো টুপি ব্যবহার করেছেন মর্মে হাদীস বর্ণিত হত।

উল্লেখ্য যে, শুক্রবার দিন খুতবা পাঠের পূর্বের আযান সম্পর্কে ফিক্হের কিতাব থেকে عِنْدَ الْخَطِيْبِ ও بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ ,بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيْبِ প্রভৃতি শব্দ সমূহ দ্বারা যদিও শব্দগত ভাবে অর্থ করা হয় যে, আযান হবে খতীবের দু'হাত সামনে, মিম্বরের দু'হাত সামনে ও মিম্বরের নিকট। যা দ্বারা প্রকাশ্য মসজিদের ভিতরে আযান হওয়ার প্রতি শব্দগতভাবে বুঝা যায়। কিন্তু পরিষ্কার সহীহ হাদীস দ্বারা এবং ফিক্হের অন্যান্য স্পষ্ট বর্ণনার দ্বারা মসজিদের দরজায় আযান হওয়ার কথা উল্লেখ থাকায় শাব্দিক অর্থের দিকে লক্ষ্য না করে সহীহ হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের উপর আমল করেই মসজিদের দরজায় আযান দিচ্ছি। সুতরাং পরিষ্কার

ও সহীহ হাদীস দ্বারা সাদা টুপি নবীজী ব্যবহার করেছেন মর্মে উজ্জ্বল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيْبِ এর মত দু'একটি শব্দের শব্দগত অপব্যাখ্যা দ্বারা সহীহ হাদীসকে বর্জন করে সুন্নাতে রাসূলকে অস্বীকার করার নামান্তর বা শামিল। এছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনুদিত নাসাঈ শরীফে بُرْدٌ ও حِبَرَةٌ এর অর্থ ইয়ামানী নকশাদার চাঁদর বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যার রং কালো নয়।

আরযঃ বুখারী শরীফসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে بُرُنُس বা بَرَانِس এর পরিচ্ছেদ রয়েছে। যাতে এ মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবীজী এবং সাহাবায়ে কেরামগণ 'বুরনুস' পরিধান করেছেন। بُرُنُس অর্থ কালো টুপি কিংবা কালো লম্বা টুপি বলে ব্যাখ্যা করছে। এখন প্রশ্ন হলো 'বুরনুস' এর প্রকৃত অর্থ কি?

ফরমানঃ হাদীসে বর্ণিত بُرُنُس শব্দটি একবচন তাঁর বহুবচন হলো بَرَانِس। এর আভিধানিক অর্থ হলো- লম্বা টুপি, মস্তকাবরণযুক্ত লম্বা টুপি। এর ব্যাখ্যায় আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আওনুল মা'বুদ এবং ইমাম জালালুল মিল্লাত ওয়াদ্ দ্বীন আস্-সুয়ূতী এর শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থদ্বয়ে বলা হয়েছে যে, 'বুরনুস' হল এমন লম্বা টুপি, যা শীত কিংবা বর্ষাকালীন জামার সাথে সংযুক্ত থাকে। যা কালো ছিল মর্মে কোন স্পষ্ট প্রমাণই নেই।

হুযুর পাকের সময় থেকে শুরু করে বর্তমান সময়েও আরব-অনারব প্রায় দেশগুলোতেই এমনকি আমাদের বাংলাদেশেও এ 'বুরনুস'-এর ব্যবহার দেখা যায়। যা প্রয়োজনে মাথার উপর রাখা যায়, আবার প্রয়োজনে মাথা থেকে সরিয়ে দিলেও তা কাপড়ের সাথে ঝুলে থাকে। তা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম টুপি হিসেবে নয় বরং শীতকালীন পোষাক হিসেবে ব্যবহার করতেন বলে 'মু'জামুল কাবীর লিত্ তাবারানী'-তে উল্লেখ রয়েছে। এটিকে কালো কিস্তি বা লম্বা টুপি বলে ব্যাখ্যা করা হাদীসের অপব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

আরযঃ প্রতিষ্ঠান বা দরবার কেন্দ্রীক (চিহ্নিত) টুপি ব্যবহার করা কতটুকু শরীয়ত সম্মত?

ফরমানঃ টুপি ব্যবহার করা কারও ব্যক্তিগত সুন্নাত নয়। বরং তা নবী পাকের সুন্নাত। তাই টুপি হবে নবী কেন্দ্রীক, দরবার বা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীক নয়। তবে প্রতিষ্ঠান বা দরবার কেন্দ্রীক ও এতদুভয় ছাড়াও অন্যান্য রংয়ের টুপি

ব্যবহার করা যায়েজ, তবে সুন্নাত হল নবীজী যা ব্যবহার করেছেন।

আরযঃ কালো রংয়ের টুপি পরা বৈধ কিনা?

ফরমানঃ হ্যাঁ, কালো রংয়ের টুপি সহ অন্যান্য রংয়ের টুপি পরা জায়েয। যা গত প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করা হয়েছে। আর কালো রংয়ের টুপির মর্মে ইমাম আযমের জীবনীগ্রন্থ "আল-খায়রাতুল হাসান" নামক পুস্তক যা ইমাম আযমের ইন্তেকালের (প্রায়) ৮০০ বছর পরে আল্লামা ইবনে হাজর হাইছমী আল-মাক্কী, আশ্-শাফেয়ী লিপিবদ্ধ করেন। অত্র পুস্তকের ২৬তম পরিচ্ছেদে "পোষাক-পরিচ্ছদ" শীর্ষক আলোচনায় বর্ণিত যে-

وَقَالَ غَيْرُهُمَا : كَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً طَوِيْلَةً سَوْدَاءَ

অর্থাৎ, আর কেউ কেউ বলেন যে, ইমাম আযম কালো রংয়ের লম্বা বা উঁচু টুপি পরতেন।

- আল-খায়রাতুল হাসান, পৃষ্ঠা-১৩২।

তবে বর্ণিত "আল-খায়রাতুল হাসান" নামক কিতাবের একই পৃষ্ঠায় উপরোক্ত বর্ণনার চার লাইন পরেই হযরত নদ্বর হতে বর্ণিত যে-

وَسَبْعُ قَلَانِسَ إِحْدَهُنَّ سَوْدَاءُ

অর্থাৎ, ইমাম আযমের সাতটি টুপি ছিল, তন্মধ্যে একটি হলো কালো রংয়ের।

-আল-খায়রাতুল হাসান, পৃষ্ঠা-১৩২।

এছাড়াও "ছিফাতুচ্ছাফয়াহ" নামক কিতাবে হান্নাযুল কাল্লা নামক এক বুযুর্গ ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে-

عَلٰى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةٌ سَوْدَاءُ مُخْرَقَةٌ

অর্থাৎ, বর্ণিত বুযুর্গের মাথায় কালো রংয়ের ছিদ্রওয়ালা বা জালি টুপি ছিল।

- ছিফাতুচ্ছাফওয়াহ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৪১৫।

তবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো টুপি পরেছেন মর্মে কোন সহীহ হাদীসে বর্ণনা পাওয়া যায়নি বিধায় তা সুন্নাতে রাসূল নয়।

আরযঃ ছিদ্রওয়ালা বা জাল টুপি হুযুর পাক পরেছেন কিনা এবং তা পরা বৈধ কিনা?

ফরমানঃ হ্যাঁ, ছিদ্রওয়ালা বা জাল টুপি পরা বৈধ এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিশেষ কারণে ছিদ্রওয়ালা বা জাল টুপি পরেছেন মর্মে নিম্নোক্ত হাদীসটি পরিলক্ষিত হয়। যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন-

كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَنْسُوَةٌ أَسْمَاطٌ يَّعْنِىْ جُلُوْدًا وَ كَانَ فِيْهَا ثَقِبَةٌ ○

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একটি চামড়ার টুপি ছিল, যাতে ছিদ্র ছিল অর্থাৎ, টুপিটি জাল টুপি ছিল।

- সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৫।

এছাড়াও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ছিফাতুচ্ছাফওয়াহ" প্রণীত ইবনে জওযীতে হান্নাযুল কাল্লা নামে এক বুযুর্গ ব্যক্তি, যিনি ছাতু বিক্রেতা ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, عَلٰى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةٌ سَوْدَاءُ مُخْرَقَةٌ অর্থাৎ, বর্ণিত বুযুর্গের মাথায় কালো রংয়ের ছিদ্রওয়ালা বা জাল টুপি ছিল।

- ছিফাতুচ্ছাফওয়াহ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৪১৫।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বয়ের আলোকে বুঝা গেল যে, জাল বা ছিদ্রওয়ালা টুপি পরা জায়েজ বরং বিশেষ কারণে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ব্যবহার করেছেন।

আরযঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা রং ব্যতীত অন্য কোন রংয়ের টুপি পরেছেন কিনা?

ফরমানঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হায়াতে তৈয়্যেবায় (সারাজীবন) সাদা রংয়ের টুপি পরিধান করেছেন। ছহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোন রংয়ের টুপি পরিধান করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যা পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে।

আরযঃ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা রংয়ের গোল টুপি ছাড়া অন্য কোন টুপি ব্যবহার করেছেন কি?

ফরমানঃ হ্যাঁ, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কারণে বুরনুস বা জামার সাথে সংযুক্ত লম্বা টুপি পরিধান করেছেন। যেমন- হাদীস গ্রন্থ "আল-মু'জামুল কাবির লিত্ তাবারানী" তে রয়েছে যে,

اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ الشِّتَاءِ فَوَجَدْتُّهُمْ يُصَلُّوْنَ فِىْ الْبَرَانِسِ وَالْاَكْسِيَةِ وَأَيْدِيَهُمْ فِيْهَا ○

অর্থাৎ, (সাহাবী হযরত ওয়াইল ইবনে হাজর বলেন) আমি শীত মৌসুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করি। আর আমি হুযুর পাক এবং সাহাবাগণকে দেখতে পাই যে, তাঁরা বুরনুস টুপি ও চাঁদর পরিধান করে সালাত আদায় করছেন এবং তাঁদের হাতগুলো চাঁদরের মধ্যে রয়েছে।

সাহাবাগণের যুগ থেকে আরব-অনারাব প্রায় দেশগুলোতেই বিশেষ সময়ে বুরনুসের ব্যবহার দেখা যায়। বুরনুস হল শরীরের কাপড়, চাঁদর ও শেরওয়ানীর সাথে সম্পৃক্ত লম্বা আকৃতির টুপি, যা শীত বা বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। আমাদের এ যুগেও সকল শীত প্রধান দেশের মানুষের গায়ের জাম্পার, জেকেট, ওভারকোট প্রভৃতিজাতীয় মোটা শীত বস্ত্রের সাথে বা রেইন কোট (বৃষ্টি প্রতিরোধক) বস্ত্রের সাথে একত্রে তৈরী হয়ে থাকে। যা প্রয়োজনে মাথার উপর রাখা যায় আবার প্রয়োজনে মাথা থেকে সরিয়ে দিলেও তা কাপড়ের সাথে ঝুলে থাকে।

আরযঃ প্রচলিত পাঁচ কল্লি টুপি সম্বন্ধে হাদীস শরীফে কোন দিক নির্দেশনা রয়েছে কিনা?

ফরমানঃ প্রচলিত পাঁচ কল্লি টুপির মর্মে সহীহ হাদীসে কোন দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়নি।

আরযঃ কি রংয়ের কাপড় ব্যবহার করা উত্তম?

ফরমানঃ বিভিন্ন রংয়ের পোষাক হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেছেন। তন্মধ্যে সাদা কাপড় বেশী পছন্দ করেছেন এবং তা ব্যবহারের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। কাজেই সাদা রংয়ের পোষাক ব্যবহার করাই সর্বোত্তম। এ মর্মে হাদীস শরীফ থেকে নিম্নে কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করা হল-

❀ ১ নং হাদীসঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبِسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيْضَ فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَ كَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ ○

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর নিশ্চয়ই তা পোষাক সমূহের মধ্যে উত্তম এবং এর দ্বারাই তোমাদের মৃতদেরকে কাফন দান কর।

- আবু দাউদ শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্টা-৫৬২।

❀ ২ নং হাদীসঃ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبِسُوْا الْبِيَاضَ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَ اَطْيَبُ وَ كَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ ○

অর্থাৎ, হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর। নিশ্চয়ই তা অতি পবিত্র ও অতি উত্তম। আর এর দ্বারা তোমাদের মৃতদেরকে কাফন দাও।

- শামায়েলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা-৬; নাসাঈ শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৭; ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-২৬৩; মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা-৩৭৪।

❀ ৩ নং হাদীসঃ

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبِيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ فَلْيَلْبَسْهَا اَحْيَا ؤُكُمْ وَ كَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ فَاِنَّهَا مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ ○

অর্থাৎ, হযরত সামুরা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- তোমাদের উচিত সাদা কাপড় পরিধান করা। অতএব, তোমাদের জীবিতরা যেন তাই পরে এবং মৃতদেরকেও যেন এর দ্বারা কাফন দান করে। নিশ্চয়ই তা উত্তম পোষাকের অন্তর্ভূক্ত।

- নাসাঈ শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৭।

❀ ৪ নং হাদীসঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبِيَاضُ فَالْبِسُوْهَا وَ كَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ ○

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- তোমাদের পোষাক

সমূহের মাঝে উত্তম হল সাদা রং বিশিষ্ট পোষাক। অতএব, সাদা পোষাক পরিধান কর এবং এর দ্বারা তোমাদের মৃতদেরকে কাফন দান কর।

-ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-২৬৩; শামায়েলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা-৫।

আরযঃ পীরের রঙ্গে রঙ্গীন হওয়ার অর্থ কি?

ফরমানঃ মূলতঃ পীর ও মুরীদ উভয়েরই মুর্শিদ নবী করিম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ বায়াতের সময় পীর সাহেবের উছিলা দিয়ে নবীজীর নামেই বায়াত করানো হয়। তাই পীর সাহেব যেভাবে নবীর রঙ্গে রংগীন হতে হবে। তেমনিভাবে মুরিদদেরকেও নবীর রংগে রঙ্গীন হওয়ার উপদেশ দেওয়াই পীরের কর্তব্য। কারণ মহান আল্লাহ পাক ফরমান-

○ مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ

অর্থাৎ, মহান রাসূলে পাক যা তোমাদেরকে দিয়েছেন, তা গ্রহণ বা পালন কর। কুরআন পাকে মূলতঃ হুযুর পাকের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর রংগে রঙ্গীন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি নবীর রঙ্গে রঙ্গীন হয়েছে সেই আল্লাহর রঙ্গে রঙ্গীন হয়েছে। আর মহান আল্লাহ ফরমান-

○ صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً

অর্থাৎ, আমরা মহান আল্লাহর রং ধারণ করেছি। আর আল্লাহর রং হতে কার রং অধিক উত্তম।

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক যদি পীর নবীর রংগে রংগীন হন, তখনই নবীর রং ধারণ করার জন্য পীরের রং ধারণ করতে হবে, অন্যথায় নয়।

আরযঃ পীরকে রাসূল কিংবা খোদা বলা যাবে কিনা?

ফরমানঃ কোন ব্যক্তি বা মানুষকে খোদা কিংবা তাঁর সমতূল্য মনে করা শিরক এবং যে মনে করবে বা সমর্থন করবে উভয়ই মুশরিক হবে। আর নবীজী ফরমান-

○ اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ

অর্থাৎ, আমি শেষ নবী আমার পরে কোন নবী আসবে না। এমতাবস্থায় কেউ যদি কাউকে নবী বলে বা কোন নবী আসার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করে

কিংবা কোন নবীর সমতুল্য মনে করে, তবে তা কুফুরী হবে। যদ্দরুন মানুষ কাফের হয়ে যায়। যেমনটি কাদিয়ানীদের ক্ষেত্রে হয়েছে।

আমার হাল!

আজ আমি সাদা টুপি পরিধান করি। কিন্তু এর পূর্বে কালো রংয়ের লম্বা জালি টুপি ব্যবহার করেছি। আর 'ছিফাতুচ্ছাফওয়া' নামক কিতাবের ৪র্থ খন্ডের ৪১৫ পৃষ্ঠা ছাতু বিক্রেতা একজন বুযুর্গ ব্যক্তি কালো রংয়ের টুপি ব্যবহার করতেন মর্মে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়াও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ সময়ে চামড়ার তৈরী জালি টুপি (কালো নয়) ব্যবহার করতেন মর্মে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

যদিও ছহীহ হাদীস দ্বারা নবীজী কালো রংয়ের টুপি ব্যবহার করেছেন বলে কোন দলিল নেই, তথাপিও অজ্ঞাতভাবে পিতার অণুকরণে কালো রংয়ের লম্বা টুপি ব্যবহার করেছি। কিন্তু আমার টুপিটি ছিদ্রবিশিষ্ট বা জালী ছিল। যা সচরাচর মানুষ ব্যবহার করে থাকে। কিতাবী গবেষণা না করে শুধু মাত্র টুপিটি জালী হওয়ার কারণেই এ টুপির ব্যপারে আমি এবং আমার ভক্তবৃন্দের উপর আসতে থাকে বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্ত ফতোয়া এবং সেই সাথে টুপি পরিহিতদের উপর পর্যায়ক্রমে নির্যাতন চলতে থাকে। সেই থেকে আমি আরো যথাসাধ্য চেষ্টা করি কোরআন-সুন্নাহর আলোকে দেখেশুনে সহিহভাবে ইসলামী জিন্দেগী করতে।

আজ সত্যের সন্ধান পেয়ে, সে পথে অগ্রসর হওয়ায় স্বয়ং পিতাকে দোষী বানিয়ে তৈরী করেছে আমার উপর ভ্রান্তির জাল। তাই অবস্থার প্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হল আমার বর্তমান অবস্থা বা হাল।

আমি নাজিরুল আমিন রেজভী, পিতা-আল্লামা আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল-ক্বাদেরী। আমরা তিন ভাই ও চারবোন ছিলাম। আমরা ব্যক্তি সাধনায় বিভিন্ন ধর্মীয় কিতাবাদী গবেষণা করে আসছি আর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সামান্য পড়া-শুনা করেছি। আমি ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা থেকে ফিক্হ বিভাগে কামিল পাস করি। মেঝজন জনাব, সিরাজুল আমিন রেজভী, তিনিও আমার সংগে একই বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে হাদীস বিভাগে কামিল পাস করেন এবং বড়জন জনাব ছদরুল আমিন রেজভী। তিনি নেত্রকোনা সরকারী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট তথা আই.এ পাস করেন। এরপর বেশকিছুদিন হোমিওপ্যাথিক

ডাক্তারী করেন এবং পরবর্তীতে পীরালী দফ্তরে অংশগ্রহণ করেন।

আমি এবং বাকী দুই সাহেবজাদা পিতার পক্ষ থেকে প্রায় একই সময়ে খিলাফত লাভ করি। আমাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রধান কারণ আমাদের পিতা। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত অর্থের দিক চিন্তা না করে জীবনের সবটুকু সময় দয়াল নবীজীর মহাব্বতে উৎসর্গ করেছেন। আর সেই পথেই আমাকে চলতে অসীয়ত করা হয়েছিল আমার মাতা-পিতার পক্ষ থেকে। যদ্দরুন আমার পড়াশুনা শেষে কোন চাকরী বা ব্যবসা না করে নবীজীর গোলামীতে অংশগ্রহণ করি এবং ছাত্র জীবন থেকেই খিলাফতপ্রাপ্তীর যের ধরে পীরি-মুরীদির কর্ম থেকে শুরু করে বিভিন্ন কিতাবাদী লেখালেখি করে আসছি।

আমার পরিবারে আমি সকলের ছোট। এমতাবস্থায় অল্প সময়ে ধর্মীয় বিভিন্ন কার্যাবলীর বিভিন্ন দিকে হাত রেখে পিতার মুরীদবৃন্দসহ সুন্নী সমাজের মধ্যে আমার ব্যাপকতাও প্রসারতার বিষয়টি বড়জনের ধারণামতে তাঁর অগ্রগামিতার জন্য আমি এক বিশাল বাঁধা হয়ে গেলাম। ফলশ্রুতিতে তার অন্তরে জ্বলে উঠল হিংসার আগুন এবং তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় হয়ে গেলাম চরম শত্রু। কারণ, তিনি চেয়েছিলেন এককভাবে শুধু তিনিই পীরি-মুরীদির খিলাফত লাভ করবেন। মানজারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠান তিনিই নিয়ন্ত্রণ করবেন। দরবার পরিচালনায় দরবারের সকল জেলাসহ দেশ-বিদেশের সকল অর্থ শুধু তিনিই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবেন। কিন্তু খিলাফত থেকে শুরু করে শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ও দরবারী বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্যে পর্যায়ক্রমে পিতা কর্তৃক আমার উপরও কিছু দায়িত্ব অর্পিত হয়। আর এটাই ছিল আমার উপর বড়জনের ক্ষোভ ও পরশ্রীকাতরতা, যদিও তিনি এ সত্যটি এড়িয়ে চলেন। যাই হোক, এ সমস্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে বড়জনের ভবিষ্যৎ বিভিন্নমুখী পরিকল্পনাকে সামনে নিয়ে পিতার মাধ্যমে আমাকে জনতার মধ্যে সমালোচিত ও পিতা কর্তৃক বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে অনেকগুলো অপ-পরিকল্পনা তৈরী করেন। অতঃপর পরিকল্পনা অনুযায়ী চেষ্টা করতে থাকেন আব্বাকে তার হাতের মুঠোয় নেয়ার। সে মতে অনেক কার্যক্রমই তিনি করেছেন ও করে যাচ্ছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি অপকৌশল তুলে ধরা হল।

প্রথমত, আমি আমার নয়নের মনি ও ধী-শক্তি দানকারিনী, তাপসী মা হযরত রাবেয়া আখতার রেযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহার খুব সান্নিধ্যে ছিলাম।

মা আমাকে তিনির কবরস্থান হিসেবে বাড়ীর সামনে একটি স্থান দেখাতেন এবং প্রায়ই বলতেন আমাকে এখানে কবরস্ত করিও। কারণ, সকল দিক বিবেচনায় এ স্থানটিই নিরাপদ হবে। মা ইন্তেকালের পর আমি শারীরিক ও মানষিক ভাবে ভেঙ্গে পরি এবং মার অসিয়তখানা কুমিল্লা সদরস্ত বি.আর.টি.এস বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব ইউনুছ ভাইয়ের মাধ্যমে আব্বার নিকট একটি লিখিত কাগজে পাঠাই।

আব্বা বললেন- এটা বড় জনের (ছদরুল আমিনের) কাছে দাও। ইউনুছ ভাই বড়জনের কাছেই পত্র দিলেন। কিন্তু মা'র অসিয়ত মোতাবেক কবরস্থান না করে, তিনি করেছেন তাঁর পূর্ব পরিকল্পিত মহিলা এতিমখানার সামনে। যে রাস্তা ঘেষে দিন-রাত যাতায়াত করছে হরেক রকমের মানুষ, কারো কারো মুখে সিগারেটের ধোঁয়াও বের হচ্ছে, এমতাবস্থায় রাস্তা অতিক্রম করতেও দেখা যায়। সেই সাথে এ রাস্তাটি সরকারি গোপাট। যার ফলশ্রুতিতে এ রাস্তা ধরে গরু-বকরীসহ বিভিন্ন পশু-পাখীর যাতায়াত ঘটে এবং যাতায়াত কালে পেশাব-পায়খানাও করে থাকে। যদিও এ লেখার প্রেক্ষিতে মাজারের অবস্থা পরিবর্তিত হবে বলে আশা রাখি।

এককথায়, কবরস্থানটি এমন একস্থানে অবস্থিত যার পবিত্রতা ও নিরাপত্তা ধরে রাখা কঠিন। আর এর দ্বারা বড় জনের উদ্দেশ্য ছিল সরকারি রেজিষ্ট্রী খাতায় তিনি মহিলা এতিমখানার নির্ধারিত সম্পাদক হিসেবে এ এি-তমখানার সামনে কবরস্থান হলে তার আর্থিক সুবিধাসহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বেশ লাভ রয়েছে। তাই আজ মায়ের জিয়ারতের স্থান মা'র অসিয়তকৃত স্থানে না হয়ে, হয়েছে কোথায়? এই হল মৃত মাকে নিয়ে স্বার্থের পরিকল্পনা।

দ্বিতীয়ত, আমাদের বাড়ীর সামনে আব্বার একটি হুজরা (খানকাহ) ছিল, যা আব্বার নিজস্ব ভূমিতে এবং নিজস্ব অর্থে তৈরী। যাতে তিনি অবস্থান করতেন। হুজরাটি বেশ পুরাতনও হয়েগিয়েছিল। আব্বার বার্ধক্যতা ও সরলতা উভয়টির সুযোগে তিনিকে বুঝানো হল, পাশে আমার নতুন বিল্ডিংয়ে আপনি উদ্বোধনি স্বরূপ অবস্থান করুন। ইতোমধ্যে আমি হুজরাটি মিস্ত্রি দিয়ে মেরামত করি। পরক্ষণে কিছু মেরামত করেও পর্যায়ক্রমে আব্বাকে বুঝিয়ে হুজরাটি ভেঙ্গে এর উপর দিয়ে রাস্তা করে বড় জনের ঘরে নিয়ে সংযুক্ত করে। এভাবে আব্বাকে বড়জনের খানকাহ নামের বর্তমান ঘরে তার পরিবারস্থদের এবং তার মনোনীত

লোকদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে।

এমনিভাবে আব্বাকে তাঁর নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখে, পিতার সরলতার সুযোগে আমার বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে পর্যায়ক্রমে পিতাকে ভুল বুঝাতে থাকে এবং আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে। যাতে করে পিতা কর্তৃক আমার বিরুদ্ধে মানুষের কাছে অপবাদ ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে আমার দরবারী এবং বাহিরের অবস্থান নষ্ট হয়ে যায় এবং আমি অভাবগ্রস্থ হয়ে ঘরে বসে যাই আর সে পরিকল্পনা মোতাবেক তাদের হিংসাত্মক ও পরশ্রীকাতরতার পদক্ষেপ সমূহ থেকে মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ ধরে তুললাম।

১) বাংলাদেশ রেজভীয়া তা'লিমুস সুন্নাহ নামে একটি ধর্মীয় অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলি। এ সংগঠনটিকে ধ্বংস করার জন্য তিনি বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা করতে থাকেন। অবশেষে কুমিল্লা সদরের জনাব আবু তাহের চেয়ারম্যান সাহেবের নেতৃত্বে চান্দিনা থানার অন্তর্গত ছায়কোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে উক্ত সংগঠন বিষয়ক মিটিংয়ে তিনি আরও একটি সংগঠনের ঘোষণা দেন, যার নাম "তা'লিমুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াত"। তার কিছুদিন পর উক্ত মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত ছাড়াই পুনরায় সংগঠনের নাম দেয় প্রায় সেই আমাদের ন্যায়- "রেজভীয়া তা'লিমুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াত"। এমতাবস্থায়ও আমাদের সংগঠন বাংলাদেশ রেজভীয়া তা'লিমুস সুন্নাহ বোর্ড-এর কার্যক্রম চলতে থাকায় সহ্য করতে না পেরে আব্বাকে অনেক মিথ্যা বিষয় বুঝালেন এবং এক পর্যায়ে আব্বাকেও ভুল বুঝিয়ে সংগঠনের বিপরীতমুখী করে তুলেন। অথচ এ সংগঠনের অনুমতি আনুষ্ঠানিক ও লিখিতভাবে পিতাজীই দিয়েছিলেন।

২) কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার কোন এক অঞ্চল থেকে আমার নিকট ফোন এসেছিল যে- "বিষপানে আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামাজ পড়া যাবে কিনা?" আমার সুখ-দুঃখের সফরসঙ্গীবৃন্দের একজন মুফতী আলী শাহ্ রেজভী মোবাইলটি রিসিভ করেন এবং আমার পক্ষ হতে বলেদেন যে- হ্যাঁ" আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামাজ পড়া যাবে"। এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তাঁর (বড় জনের) নিয়ন্ত্রিত লোকজনের মধ্যস্থতায় আব্বাকে বলা হয় যে- "যদি কোন ওহাবী আলেম বিষপানে আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামাজ বৈধ ফতোয়া দেয়, তাহলে ফতোয়া দাতার উপর কি ফতোয়া হবে? আর যেহেতু আপনি বলতেন যে, আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামাজ নাই"।

প্রশ্নের ধরণ অনুযায়ী পিতাজী বলেন যে, সে তো কোন আলেমই নয়। এমন এমন কথাসমূহ।

বড়জন পিতাজীর একথাগুলো প্রচার করতে লাগলেন এবং স্বয়ং পিতাজীর মাধ্যমেও প্রচার করাতে লাগলেন যে, আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামাজ পড়া যাবে না। আমাকে না শুধরিয়ে আমার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়াটাই ছিল বড় জনের যেন সত্ত্বাগত স্বভাব। অথচ, ফতোয়ার কিতাব সমূহে পরিষ্কার রয়েছে "আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামাজ পড়তে হবে"। কেননা, আত্মহত্যাকারী গোনাহগার, কাফের নয়।

৩) বি-বাড়ীয়া জেলার অধিবাসী মৌলভী উজির আলী সাহেব বাংলা মিশকাতের কোন এক স্থানে একটি হাদীস দেখতে পান, যাতে রয়েছে- "নবীজী ১২ তাক্‌বীরে ঈদের নামাজ পড়েছেন"। মৌলভী উজির আলী সাহেব বর্ণিত হাদীসের প্রেক্ষিতে পিতাজীকে বুঝিয়ে তাঁর নিকট থেকে লিখিত অনুমতি নিয়ে নেন, যেন ১২ তাকবীরে ঈদের নামাজ পড়াতে পারেন।

কিন্তু আমি (নাজিরুল আমিন রেজভী) উজির আলী সাহেবকে আপত্তি করে বলি যে, পিতাজীর সরলতার সুযোগে এসব লিখিয়ে নেয়া ঠিক নয়। কারণ, শাফেয়ী মাযহাবের জন্য ১২ তাকবীরের ঈদের নামাজ। কিন্তু আমাদের হানাফী মাযহাবের জন্য ৬ তাকবীরেই ঈদের নামাজ পড়তে হবে। তাই এটা প্রচারে আপত্তি করি।

বিষয়টি বড় জন অবগত হয়ে নিজে আড়ালে থেকে অন্য মধ্যস্ততায় ১২ (বার) তাকবীরের নামাজের প্রচার এবং ১২ তাকবীরের বিজ্ঞাপন বের করার মদদসহ পরোক্ষভাবে স্বয়ং পিতাজীর মাধ্যমেও বি-বাড়ীয়া জেলার কসবা থানার অন্তর্গত বনগজ গ্রামের মাহফিলে ১২ তাকবীরের ঈদের নামাজের প্রচার দেয়া হয়।

অথচ, আমরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আর হানাফী মাযহাবের ঈদের নামাজ হবে ৬ তাকবীরে। এ সত্য ও সহজ বিষয়গুলো পিতাজীকে বুঝতে না দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতঃ ধর্ম নামে নতুন বিধান আবিষ্কার করে ভবিষ্যৎ সমাজের মধ্যে পিতাজীর জন্য রচনা করেছে প্রশ্নমুখী কলংকের অধ্যায়।

৪) পনের-বিশ বৎসর যাবৎ আমার পিতা কালো রংয়ের লম্বা টুপি ব্যবহার করেন। দলিলপত্র না দেখেই আমরাও পিতার মহাব্বতে অনুরূপ কালো রংয়ের লম্বা টুপি পরতে থাকি। বাজারে বিভিন্ন দামের কালো রংয়ের লম্বা টুপি পাওয়া যায়। তাই বাজার থেকে গতানুগতিক নিয়মে কালো রংয়ের একটি লম্বা টুপি ক্রয় করি। টুপিটির সুতা পরিমাণে মোটা হওয়ায় টুপি তৈরীতে সুতার বাইন কিছুটা ফাঁকাফাঁকা বা ছিদ্র-ছিদ্র ছিল। যে ধরণের টুপি সর্বসাধারণের মাথায় সব সময়ই দেখা যায়।

এ বিষয়কে কেন্দ্র করে হাজী সাহেব (বড় জন) বিভিন্ন মধ্যস্ততায় পিতাজীকে বুঝাতে লাগলেন যে, সে তো আপনাকে মানে না। কারণ আপনি পরেন কালো রংয়ের লম্বা টুপি যাতে ছিদ্র নেই আর সে পরে কালো রংয়ের লম্বা ছিদ্র বা জাল টুপি। আপনার টুপি যেহেতু ছিদ্রযুক্ত না, কাজেই সে আপনাকে মেনেছে কোথায়? এভাবে চলতে থাকে কালো রংয়ের লম্বা ছিদ্র বিশিষ্ট টুপির উপর বিভিন্ন অপপ্রচার ও ফতোয়া এবং অনেকের মাথা থেকে এ ধরণের টুপি কেড়ে নিয়ে ছিড়ে ফেলে দিয়েছে। এমনকি মাহফিলের মঞ্চ থেকে কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার মাওঃ আঃ মুবিন আনোয়ারী রেজভী সাহেবের মাথা থেকেও এ ধরনের টুপি তুলে নিয়ে যায়।

কথায় বলে, কম্বলের লোম বাঁছতে থাকলে আর কম্বল থাকে না। পিতা কালো রংয়ের লম্বা টুপি পরেন, আমরাও তাই পরি। তবে সুতা মোটা হওয়ার কারণে কিছুটা ছিদ্র বিশিষ্ট ছিল। আর এটাকে কেন্দ্র করে হাজী সাহেব স্বয়ং আব্বাকে দিয়ে ছিদ্র বিশিষ্ট কালো টুপির উপর নিষেধাজ্ঞা ফতোয়া প্রকাশ করেছেন। এক পর্যায়ে এ ধরনের টুপি ও টুপি পরিহিতদের উপর যখন তুমোল নির্যাতন শুরু হল, তখন আমি ভাবতে লাগলাম যে, আমরা মূলতঃ নবী পাকের অনুসারী। আর মহান আল্লাহর নির্দেশ যে, নবীজীর অনুসরণ ব্যতীত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয় না। তাই আমরা নবীজীর অনুসরণে টুপি পরব যে টুপি নবীজী পরিধান করেছেন। সে মোতাবেক কিতাব দেখতে শুরু করি এবং নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহে প্রখ্যাত সাহাবী ও তাবেঈগণের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, নবীজী সর্বদায় সাদা রংয়ের গোল টুপি পরিধান করেছেন। দলিল মোতাবেক ও দলিল উপস্থাপনসহ পিতাজীর অনুমতি সাপেক্ষে সাদা টুপি ব্যবহার করি, যাতে কোন আপত্তি না থাকে। এছাড়াও শুধু কালো টুপি ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে

সাদা টুপির ব্যাপারে আমাদের বিরূপ বা ভূল ধারণা ছিল যে, এটা ওহাবীদের টুপি, যা ব্যবহারে মুমিন তাঁর ঈমানের সীমা হতে বেরিয়ে যায়। তাই আমি সাদা টুপি ব্যবহার করে একদিকে নবীজীর সুন্নাত পালন, অপরদিকে সাদা টুপি সম্পর্কে আমাদের মধ্যে সৃষ্ট ভুল ধারণাকে খন্ডনের চেষ্টা করি।

৫) পিতাজীর অনুমতি নিয়ে সাদা টুপি পরে কুমিল্লাসহ বেশ কিছু জেলায় আমি মাহফিল করি। ইতোমধ্যে হাজী সাহেব আব্বাকে বুঝালেন যে, আপনি কালো টুপি পরেন, আপনার অনুসরণে আমরাও দরবারের সকল ভক্তরা কালো টুপি পরি। এমতাবস্থায় তাকে সাদা টুপির অনুমতি দিয়ে আপনার ১৫-২০ বৎসরের ঐতিহ্য নষ্ট করে দিয়েছেন।

এভাবে বিভিন্ন মধ্যস্ততায় পিতাজীকে বুঝানো হলো যে, সে আপনার মতামতগুলোকে, যেমন- মসজিদে ফ্যান ব্যবহার করা নিষেধ, খাসী-বলদ কুরবানী নিষেধ, মসজিদে উচ্চস্বরে মিলাদ পড়া-যিকির করা নিষেধ। ১২ তাকবীরে ঈদের নামাজ পড়া প্রভৃতি বিষয়গুলোকে স্বীকার করে না, এমনকি কালো টুপির ব্যবহারকেও অস্বীকার করে। ফলে সে সাদা টুপি পরে। এমনিভাবে হাজী সাহেব তার ভক্তদেরকে নিয়ে পিতাজীকে উত্তেজিত করতে থাকে এবং পিতাজী বাধ্য হয়ে আমার সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে লাগলেন। আজ যেখানে কুরআন-সুন্নাহের সঠিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মসজিদে ফ্যান ব্যবহার করা যায়েজ, খাসী কুরবানী করা উত্তম, মসজিদে যিকির করা, মিলাদ পরা জায়েয ও ৬ তাকবীরে ঈদের নামাজ পরা ফরজ সেক্ষেত্রে খোদা প্রদত্ত হুকুম আহ্কামকে গোপন করে কিভাবে আমি তাদের স্বরে সুর মিলাব। অথচ উপরোক্ত বিষয়গুলোর স্বপক্ষে কুরআন-সুন্নাহ ও হানাফী মাযহাবের ফতোয়ার কিতাব সমূহসহ ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত আহমাদ রেজা-এর কিতাব সমূহ বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আর কুরআন-সুন্নাহ ও হানাফী কিতাব সমূহসহ আলা হযরতের কিতাব সম্পর্কে আমার পিতা তাঁর লিখিত পুস্তক 'আদাবুল আযান'-এর ২য় খন্ডের ৭ ও ৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, বিশ্বের অদ্বিতীয় আলেম ও অলিকুল শিরোমণি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমামে আহলে সুন্নাত্ আলা হযরত শায়খ আহমদ রেজা খান বেরলভী সাহেব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও ছদরুশ শরীয়ত আল্লামা আমজাদ আলী আজমী এর কিতাব এবং হাদীসের কিতাবসমূহ হানাফী মাজহাব তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর ও ফেকার গ্রন্থাদী যাহারা অমান্য

করে তাহারা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট বাতিল পন্থী: বরং নির্ভেজাল কাফের ও মুনাফিক যারা কাফেরের চাইতে নিকৃষ্ট; (পৃষ্ঠা-৭)। এবং ৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে আল্লাহ রাসূলের আদেশের মোকাবেলায় অন্য কাহারও আদেশ মানা তাহার আদেশকে উত্তম জানা কিংবা প্রাধান্য দেওয়া, অথবা কোরআন ও হাদীসের আদেশকে আমলের অযোগ্য ধারণা করা কিংবা খারাপ জানা সরাসরি কুফরী। ঐ ধরনের লোক নিকৃষ্ট এমনকি কাফের; (পৃষ্ঠা-৯)।

যাই হোক, পিতার মুখে বিভিন্নমুখী কথা শুনে কয়েকবারই আমি তিনির কাছে সাদা টুপি ব্যবহারের দরুন আমার উপর আরোপিত ষড়যন্ত্রের নাজুক পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য যাই এবং সাদা টুপির বৈধতা (যা সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিয়েও আলোচনা করি। পিতাজী উপস্থিত ক্ষেত্রে সমর্থন মূলক নিরবতা অবলম্বন করেন। কিন্তু পরক্ষণেই হাজী সাহেব কর্তৃক নতুন কায়দায় আলোচনা করে পিতাজীকে পূর্বের ন্যায় বুঝিয়ে তুলেন এবং আমার সম্পর্কে মন্তব্য করাতে থাকেন।

কিছুদিন পর আবার বি.আর.টি.এস বোর্ড সংগঠনের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব, ইউনুস সাহেবসহ কুমিল্লা জেলার গণ্যমান্য অনেক নেতৃবৃন্দ নিয়েও পিতাজীর নিকট কুমিল্লা জেলার ঘোড়ামারা খানকায় হাজির হই এবং পিতাজীকে বলি যে, "আমার সম্পর্কে অনেকেই নানা কথা আপনার কাছে বলে বেড়াচ্ছে, কুরআন-সুন্নাহর বহির্ভূত কোন কর্ম বা কথা আমার দ্বারা সংঘটিত হলে মেহেরবানী করে আপনি সংশোধনের ব্যবস্থা করুন। আর সকলের উদ্দেশ্যেই আপনি উপদেশ দিতেন, আমরা যেন নবীজীর সুন্নাতের অনুগামী হই। সেদিক থেকে সাদা টুপিও নবীজীর সুন্নাত, তাই আমি তা ব্যবহার করি"। আর সাদা টুপি সুন্নাতে রাসূল; এ মর্মে পিতাজীর আদেশক্রমেই হাদীস পড়ে শুনাই। পিতাজী অবস্থার প্রেক্ষিতে এ মর্মে ভাল-মন্দ কোন মন্তব্য করেন নাই এমতাবস্থায় আমরা চলে আসি এবং তারপরেই হাজী সাহেব তাঁর মুরীদ দলবলকে পিতাজীর নিকট পাঠায়। তারা এমন সব মিথ্যা অপবাদ বর্ণনা করে যাতে পিতাজীর মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে পিতার মুখ থেকে প্রকাশ্য জনসমুদ্রে সাদা টুপি ব্যবহারের কুফল বর্ণনাসহ আমাকে দরবার ও দরবারী বিভিন্ন অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে বক্তব্য দেওয়ার জন্য পিতাজীকে উত্তেজিত করে তুলে, যা তাদেরই একজন ভিডিও করে এবং পর্যায়ক্রমে উক্ত ভিডিও আমাদের বি.আর.টি.এস বোর্ডের মহাসচিব জনাব

খোরশেদ আলম রেজভী সাহেবসহ আরও অনেকের সংগ্রহে এখানো আছে। যাতে পরিস্থিতি এমনভাবে সাজানো ছিল যে, পিতাজী আমাকে কোন প্রকারের জিজ্ঞাসাবাদ না করেই হাজী সাহেবের লোকজনের বাতলানো পদ্ধতিতেই বিভিন্ন স্থানে ও মাহফিলে সাদা টুপি নিয়ে আমার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করতে থাকেন এবং আমাদের দরবারী ভাইদেরকে তাদের তৈরী বিষয়গুলো দিয়ে ভুল বুঝিয়ে আমার থেকে দূরে সরিয়ে শত্রুতে পরিণত করতে থাকে।

৬) এভাবে জামিয়া রেজভীয়া মানজারুল ইসলাম থেকে ২০০৫ইং সালে ফতোয়া বিভাগ থেকে ০৮ জন ছাত্র মুফতী হয়ে সনদ নিয়ে বেরিয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটির শুরু থেকে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রের দ্বারা উন্নয়নের গতিরোধ করেছে। সবশেষে ২০১১ ইং সালের মে মাসে নবী পাকের সুন্নাত সাদা টুপির ব্যবহারকে কেন্দ্র করে তিনি পিতাজীকে ব্যবহার করে মাদ্‌রাসা থেকে ছাত্র-শিক্ষক সকলকে হুমকির মুখে এত দ্রুত বের করে দেয় যে, তখন ছাত্রদের ক্লাশে যাওয়ার পূর্বে কেহ খাবার খেতে বসেছিল, কেহ খেতে শুরু করেছিল, কেহ খাওয়ার মধ্যখানে ছিল; এমতাবস্থায় তৎকালীন অধ্যক্ষ ফক্বীহে দ্বীন জনাব মাওঃ আলমগীর হোসাইন রেজভীসহ সকলকেই তাৎক্ষণিকভাবে খাবার ও আসবাবপত্র যথার্থভাবে অসম্পূর্ণ রেখেই মাদ্‌রাসা ছেড়ে চলে যেতে হল। সেদিন থেকেই বন্ধ হয়ে যায় রেজভীয়া দরবার থেকে জামিয়া রেজভীয়া মানজারুল ইসলাম নামের মাদ্‌রাসাটি এবং ছাত্রদের নিয়মিত ভাবে আলেম হয়ে বের হওয়ার রাস্তা।

৭) অনুরূপ পন্থায় এ সাদা টুপির সুন্নাত পালন করার কারণে আমার দরবারী অস্তিত্ব ও আমা কর্তৃক ধর্মীয় সকল কর্মকান্ডকে নিভিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমার জন্ম থেকে শুরু করে পারিবারিক ভাবে বসবাস করে বড় হয়ে উঠার জমিসহ বসতঘরটিও তাদের দু'জন তথা বড় জন ও তার দুঃসময়ের সঙ্গী মেঝজনের নামে গত ০৫/০৯/২০১১ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি করে নিয়ে যায়। এভাবে অবিরাম সারা বৎসরই তাদের হিংসাত্মক ও অত্যাচারী পরিকল্পনাগুলো নিরব কৌশলে চালিয়ে যাচ্ছে। অতি সুক্ষতায় পিতাকে ব্যবহার করে ঠান্ডা মাথায় পরোক্ষ পরিকল্পনা বলেই সর্বসাধারণের চোখে ধরা পরছে না।

এমনিভাবে তাদের ঘৃণ্যকর্মসমূহের মধ্যে এমনটাও রয়েছে যে, এরা বিভিন্ন মাধ্যমে কুমিল্লাসহ সারাদেশে আমার ভক্ত-মুরীদদের উপরও অত্যাচার চালিয়ে আসছে। যেমন-

ক) গত ২৫/০২/২০১১ইং তারিখে মুফতি গোলামে আকবরকে মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছে।

খ) গত ২৫/০৩/২০১১ইং তারিখে জনাব মাসুদ খানের উপর হামলা করে, ফলে তাঁর পায়ে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হয়।

গ) গত ৩১/০৩/২০১১ইং তারিখে মাওলানা জাকির হোসাইনকে রাত্রে ধরে মারধর করে এবং সাদা টুপি খুলে ফেলে দেয়।

ঘ) কুমিল্লার ঘোরামারা খানকায় মাওলানা আহমদ রেজভী ও মুফতি আবু জাফর রেজভী'র মাথা হতে সাদা টুপি খুলে ফেলে দেয় এবং তাঁদেরকে মারধর করার চেষ্টা করে।

ঙ) মাওলানা ইউসুফ রেজভীকে ঘোরামারা খানকায় মারধর করে, এক পর্যায়ে তাঁর পাঞ্জাবী ছিড়ে ফেলে এবং মাথা থেকে সাদা টুপিও খুলে ফেলে দেয় এবং

চ) গত ১২/১১/২০১১ইং তারিখে মুফতি গোলাম আকবরকে সাদা টুপি পরার কারণে অতর্কিতভাবে লাঠিপেটা এবং মাথায় ধারাল ছেনি দিয়ে আঘাত করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে যায়। পরে কুমিল্লা সদর হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হয়। যা কয়েকটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায়ও ছাপা হয়। আর এভাবেই সাদা টুপি পরার কারণে চলতে থাকে একের পর এক তাদের অমাবিক নির্যাতন ও অত্যাচার।

মূলতঃ শুরু থেকে এ যাবৎ পর্যন্ত ধর্মীয় বিষয়ে আমার কোন বিষয় বা বক্তব্য তাদের নব-আবিষ্কৃত মতের সাথে হুবহু মিল না হওয়াই ছিল আমার অপরাধ। যে সত্য বাস্তবায়নের জন্য নবীজীর দেহ মোবারক থেকে রক্ত মোবারক ঝড়েছে, অনেক সাহাবায়ে কেরাম এবং ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন, সেই সত্যের জন্য আমি দ্ব্যর্থকণ্ঠে বলছি যে, নবীজীর আদর্শে চলতে গিয়ে আমার সর্বস্ব কেঁড়ে নেওয়াসহ আমার জীবন কেঁড়ে নিলেও আমি ও আমার ভক্তবৃন্দ কোরআন-সুন্নাহর আদর্শ থেকে একশ্বাস পরিমাণ নরচর হব না। ইনশাআল্লাহ! আর ইহাই হল (نظر نذيرى) নজরে নাজিরী বা নাজিরী লক্ষ্য বা চিন্তাধারা।

দুনিয়ার সামান্য প্রতিপত্তি ও শান-শওকতের জন্য পিতাজীকে ব্যবহার করে "নতুন কিছু আবিষ্কারের পথে" বাঁধা মনে করে আমাকেও আমাদের ওলামা পরিষদসহ ভক্তবৃন্দগণকে মিথ্যা কাহিনী প্রচার করে কলংকিত করা, মিথ্যা

মামলায় কারারুদ্ধ করা বা হত্যা করার মাধ্যমে বিনাশ করা সম্ভব নয়। কারণ আমি বা আমাদের কারো এ পথে মৃত্যু হলেও মহান আল্লাহ আমাদের স্থলে প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন। মূলতঃ মহান আল্লাহই সত্য বাস্তবায়ন করেন। আফছোছ! সত্য প্রচারে বিগত দিনে নবী-দুষমনরা যেভাবে আমার পিছনে লেগেছিল আজ আমার পরিচিত মহলটিও তাদের চেয়ে কম নয়।

সেদিন আর বেশী দূর নয়, যেদিন তারা এবং তাদের অনুসারীরা বলবে- আমাদের সাদা-কালো টুপি নিয়ে আপত্তি নেই, টুপি নিয়ে এ সমস্ত ঘটনা ঘটেনি, এটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। বরং সাদা টুপি সুন্নাতে রাসূল। এভাবে তাদের অস্তিত্ব ধরে রাখার জন্য এ সত্যের বিরুদ্ধে ভাড়াটে মৌলভী দিয়ে মিথ্যা প্রতিবাদ রচনা করবে। তথাপি অবস্থার কারণে এক সময় একে একে সবকটি স্বীকার করে নিবে। কারণ, বিষ যে মুখ দিয়ে পান করে, সে মুখ দিয়ে বের না করা পর্যন্ত সুস্থ হয় না এবং পীরালীও হয় না।

আজ আমি পরিষ্কার করে বলতে চাচ্ছি যে, আমার পিতা কর্তৃক বক্তব্য সমূহের মধ্যে যে সমস্ত বক্তব্য কুরআন-সুন্নাহর সাথে সম্পর্কহীন, তা মূলতঃ আমার পিতাজীর বক্তব্য নয় বরং তা তিনির জবান থেকে কৌশলে বের করা হয়েছে বা লিখা হয়েছে, প্রথমতঃ তাঁর বার্ধক্যতা, দ্বিতীয়তঃ তাঁর সরলতার সুযোগে। তাই পিতার সংগে মূলতঃ আমার কোন বিরোধ নেই। আমার আপত্তি তাদের জন্যই, যারা দুনিয়ার লোভে অন্ধ হয়ে পিতাজীকে ব্যবহার করে নতুন ধর্ম তৈরীর লক্ষ্যে আবিষ্কার করেছেন কিছু ভিত্তিহীন মাসআলার এবং কলংকিত করেছে আমার পিতাকে। আমার এ আপত্তি ও দুঃখ থাকবে না যখন আপনারা সত্যের ডাকে সাড়া দিয়ে বিভ্রান্তি থেকে ফিরে আসবেন।

সর্বোপরি আমার এ হাল লিখনীর উদ্দেশ্য হল-

প্রথমত, আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে কুরআন-সুন্নাহর বিধানকে ধরে রাখা।

দ্বিতীয়ত, যারা আমার পিতাকে তাঁর বার্ধক্যতা ও সরলতার সুযোগকে কেন্দ্র করে কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত কিছু মাসআলা আবিষ্কার করে তাঁর সারাজীবনের সুন্নিয়তের খেদমতকে ধ্বংস করে দুর্নাম ও অপবাদের ইতিহাস রচনা করেছে, সে সমস্ত বিষাক্ত রেজভী প্রেমিক ও হিতাকাংখীদের মুখোশ উম্মোচন করে পিতার উপর আরোপিত কলংকের জালকে নির্মূল করা।

তৃতীয়ত, আমি এটুকুও জানি যে, পিতার এ সরলতা ও বার্ধক্যতার সুযোগে আমার বাস্তবধর্মী লেখনীর বিরুদ্ধে বিদ্রুপাত্মক ও বিরুদ্ধচারণমুখী কাহিনী তৈরী করে পিতাজীকে দিয়ে স্বাক্ষর করাবে অথবা মৌখিকভাবে বিদ্রুপাত্মক ও বিরুদ্ধচারণমুখী বক্তব্য পূর্বের ন্যায় বলাবে, যাতে মানুষের মধ্যে আমার সম্বন্ধে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। অথচ এ অবস্থায় তাদের অবস্থান তৈরী করা ও ধরে রাখার জন্য পিতাজীকে ব্যবহার করে তার নামে কলংকের পাতা তৈরী করা হচ্ছে কিনা? বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন এবং এ সমস্ত ফিতনা হতে হিফাজত করুন।

এ সত্যটি আমার পিতাসহ সকলের জীবদ্দশায় প্রকাশ করলাম। কারণ, বিষয়টি হাজার মানুষের জানা। আর তা উপস্থাপন না হলে একদিন অজানার স্রোতে সত্যটি ভেসে যাবে এবং মিথ্যাই হবে সত্যের দরজা-জানালা।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে সত্য বুঝার উপর হেদায়াত নসীব করুন। আমিন।